একটি ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত কবিতা

আগামি কথন

আস-শাহরান



আগামি কথন ব্যাখ্যাসহ

পিডিএফ

আস-শাহরান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আগামি কথন পরিচিতি

আগামি কথন' লেখক আস-শাহরানের একটি আধ্যাত্মিক ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত কবিতা। এটি ১০০ প্যারায় বিশিষ্ট, কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ফিতনার আগমন ঘটবে সে সম্পর্কে সাবধানবাণী। এর আগে ৯৫০ বছর আগে শাহ নেয়ামতুল্লাহ (র.) ও তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্বাসিদাহ-এ সাওগাত' -এ এমনি একটি ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত বাণী কবিতা আকারে প্রকাশ করে গেছেন। যা যুগে যুগে হুবুহু মিলে গেছে। কারণ আল্লাহ তায়ালাই তাদেরকে ভবিষ্যতের কথা ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন।
তবে ক্বাসিদাহ আর আগামি কথনের মধ্যে কোন অমিল নেয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আগামি কথনে লেখক 'সাল' উল্লেখ করে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন যা শাহ নেয়ামতুল্লাহ্ (র.) এর ক্বাসিদাহ -এ উল্লেখ নেয়।

আখেরী যামানার মুসলমানদের সতর্ক করতে তিনি এ কবিতা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি এটি 'ইলহাম' এর মাধ্যমে পান। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে পান।

কবিতাটিতে তিনি ২০২০ ঈসায়ী সাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আমি কবিতাটিকে কাউকে জোর করে বিশ্বাস করতে বলবো না, আবার একেবারে অবহেলা করতেও বলবো না। অবহেলা বা এটিকে পাশ কাটিয়ে লাভটাই বা কি? যা ঘটার তা তো ঘটবেই।
আমরা যদি এমন একটি বই পেয়েও সতর্ক না হয় তাহলে যখন তা ঘটতে থাকবে তখন আমরা নিজেরাই একসময় আফসোস করব উপদেশ না গ্রহণ করার ফলে। তখন আফসোস করে লাভ কি?

আমরা বরং 'আগামি কথন' কবিতাটিকে আল্লাহ তায়ালার একটি রহমত হিসেবে দেখবো আর একজন বুদ্ধিমান মুসলমানের মতো তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবো। তাই সকলকে বলবো, ভাই দয়া করে এটাকে অবজ্ঞার চোখে না দেখার জন্য। এটাকে আমরা অবজ্ঞা বা অবহেলা না করে আগামী ২০২০ সালের ব্যাপারে চারদিকের খবর রাখা উচিত। কারণ, লেখকের ভবিষ্যদ্বাণী বলা শুরু হয়েছে তখন থেকেই। লেখক আস-শাহরান বলেছেন যে, ২০২০ সালেই তুরস্ক থেকে এক ভণ্ড নিজেকে ইমাম মাহদী দাবী করবে, যার নামে আরবি সাতটি হরফ থাকবে আর তার নামের শুরু হবে 'হা' দিয়ে এবং শেষ হবে 'ইয়া' দিয়ে। আদৌতে যদি তাই হয় তবে বুঝে নেবেন বাকিটাও আল্লাহর তায়ালার ইচ্ছায় বাস্তবায়িত হবে।

লেখক পরিচিতি

উল্লেখ্য যে, যিনি এই কবিতাটি প্রকাশ করেছেন তার নাম হলো আস-শাহরান। তিনি ২০১৮ সালে এটি প্রকাশ করেন। লেখক আস-শাহরান সম্পর্কে তেমন খুব একটা জানা যায় নি। কোথায় জন্ম, কোথায় থাকেন, কি করেন তা আপনাদের কিছুই জানাতে পারছি না। (আল্লাহু আলম) তাই আন্তরিকভাবে দুঃখিত! শুধু বলতে পারি ওনি একজন আল্লাহর বিশেষ বান্দা। তা না হলে তো আর এমন কবিতা লিখা যায় না।

হয়তো ওনার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা আমাদেরকে সতর্ক করতে চান বা কিছু বার্তা দিতে চাচ্ছেন।(আল্লাহু আলম)



بسم الله الرحمن الرحيم

আগামি কথন

আস-শাহরান

একটি ইলহাম ভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত কবিতা

আগামি কথন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্যারা ১

সূচনাতেই প্রশংসা তার,
যিনি সৃষ্টি করেছেন জমিন ও আকাশ।
অতিত থাক, আগামীর কিছু কথা
আমি করিবো প্রকাশ।।

প্যারা ২

বিংশ শতাব্দীর বিংশ সনে,
কিছু করে হের ফের।
প্রকাশ ঘটিবে ভন্ড "মাহাদী"
ভুখন্ড তুরষ্কের।

প্যারা ৩

স্বপ্ত বর্ণে নামের মালা,
"'হা"' দিয়ে শুরু তার,
খতমে থাকিবে " ইয়া "
সে, "মাহাদী" র মিথ্যা দাবিদার।

ব্যাখ্যাঃ (তৃতীয় বন্ধনীতে "[ ]" প্যারা নং বুঝানো হয়েছে)

[২] লেখক তার ভবিষ্যত বাণীতে বর্ণনা করেছেন,
২০২০ সালের কিছু সময় হের ফের করে- (হতে পারে তা ২০১৯ সালের শেষের দিক থেকে শুরু করে ২০২১ সালের শেষ সময় পর্যন্ত (আল্লাহ আলিম)। এ সময়ের মধ্যেই একজন ভন্ড নিজেকে " ইমাম মাহদী" বলে দাবি করবে। সেই ভন্ড তুরষ্ক ভুখন্ডের অধিবাসি হবে।

[৩] তার নাম আরবিতে ৭ টি হরফতে হবে। যার প্রথম হরফ টি হবে "হা" এবং শেষের হরফ টি হবে "ইয়া"।

আর সেই ব্যাক্তিটি যদিও নিজেকে "ইমাম মাহদী" বলে দাবী করবে, প্রকৃত পক্ষে সে হলো একজন, মিথ্যুক, জালিয়াত, প্রতারক, শয়তান, সে প্রকৃত ইমাম মাহদী নয়।

প্যারা ৪

বাংলা ভূমির দ্বীনের সেনারা
করিবে মিথ্যার প্রতিবাদ।
জালিমের ভূখন্ড হয়েছিল দু' ভাগ,
সত্য ভাগে হবে ভন্ড বরবাদ।

ব্যাখ্যাঃ

"বাংলা ভূমির দ্বীনের সেনা" বলতে লেখক (আস-শাহারান) বাংলাদেশের ইমানদার নির্ভিকদের বুঝিয়েছেন, "করিবে মিথ্যার প্রতিবাদ" বলতে লেখক (আস -শাহারান) বুঝিয়েছেন যে সেই ভন্ড যখন নিজেকে "ইমাম মাহাদী" বলে দাবি করবে তখন তারা তার তিব্র প্রতিবাদ জানাবে।
"জালিমের ভূখন্ড হয়েছিল দু' ভাগ" বলতে লেখক বুঝিয়েছেন যে কোন এক জালিম ভূখন্ড বিভক্ত হয়ে এক ভাগ সত্য দ্বীন কায়েম ছিল - সেই ভাগের দ্বারাই সেই ভন্ড " মাহাদী" র ধ্বংশ হবে। আর সেই জালিমের ভূখন্ড টি হলো "বর্তমান ভারত" যা ইতিপূর্বে বিভক্ত হয়ে "পাকিস্তান" হয়। আর পাকিস্তানেই আল্লাহর দ্বীন কায়েম ছিল।

সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে যে সেই ভন্ড "মাহাদী"-কে পাকিস্তানের মুমিন সেনারা হত্যা করবে।

প্যারা ৫

প্রস্তুত নিবে ক্ষুদ্র সেনারা,
'শীণ'-'মীম'- এর নিড়ে,
দিয়ে জয় গান -'আল্লাহ মহান'
আঘাত হানিবে শত্রুর ঘাড়ে।

ব্যাখ্যাঃ

[৫] লেখক (আস- শাহরান) -- ভবিষ্যতবাণীতে বলেছেন যে,
কোন এক দেশের কোন এক স্থানে মুসলিম মুমিন ইমানদার সেনারা শত্রু দলকে আঘাত করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তবে তারা সংখ্যায় এখন সিমিত।

তবে একটি বাক্য লক্ষ্যণীয় যে, “শীন - মীম - এর নিড়ে তারা প্রস্তুত হচ্ছে"।

কথাটির তর্জমা এরুপ যে, যে মুমিন সেনারা প্রস্তুত হচ্ছে তাদের আমির দুইজন। একজন প্রধান আমির এবং অন্য জন নায়েবে আমির বা প্রধান আমিরের সহচর।

তাদের একজনের নামের প্রথম হরফ 'শীন' এবং অন্য জনের 'মীম'।

প্যারা ৬

অতি সত্তর পাঞ্জাব কেন্দ্রে,
গাইবে মুমিনেরা জয়গান।
একটি শহর আসিবে দখলে,
ইমানদারদের খোদার দান।

ব্যাখ্যাঃ

[৬] লেখক আস- শাহরান এই পর্বে বলেছেন যে, পাঞ্জাব কেন্দ্রে অর্থাৎ, কাশ্মিরে মুমিনদের সাথে কাফেরদের একটি যুদ্ধ সংঘটিত হবে, যা বর্তমানে চলছে।

সেই যুদ্ধে দ্রুতই মুমিনদের বিজয় হবে, কাফেরদের পরাজয় হবে। মুমিনেরা কাশ্মির শহর দখল করবে এবং দ্বীন কায়েম করবে।

অর্থাৎ বোঝা গেলো যে, বর্তমানে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মির নিয়ে যে যুদ্ধটি চলছে, তাতে অতি সত্বর মুমিনদের বিজয় হবে। ভারতের কাছ থেকে কাশ্মিরকে ছিনিয়ে নিবে পাকিস্তানের মুমিনগন।

প্যারা ৭

অতঃপর দেখবে নদী পাড়ে,
সকল বিশ্ববাসী গন।
চাক্বচিক্কেই হয়না সোনা,
বুঝবেনা তা লোভিদের মন।

ব্যাখ্যাঃ

[৭] আগামি কথন কবিতায় লেখক (আস- শাহরান) - এই পর্বে বলেছেন যে, কাশ্মির বিজয় হওয়ার পর হঠাৎ কোন এক দিন নদিরপাড়ে বিরাট একটি সোনার পাহাড় দেখতে পাবে।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, রাসূল (সাঃ)- এর সেই হাদিসটির বাস্তবায়ন হবে যে,

“অচিরেই ফুরাত নদী স্বর্ণের পাহাড় উন্মুক্ত করবে। অতএব যে কেউ সেখানে উপস্থিত থাকবে সে যেন তা হতে কিছুই গ্রহণ না করে”।

(আবু দাউদ, ৪৩১৩, ৪৩১৪)

“চাক্বচিক্কেই হয়না সোনা,
বুঝবেনা তা লোভিদের মন”।

- এর দ্বারা আসলে এটা বোঝানো হয়েছে যে, ঐ সোনা, খাটি সোনার মত চকচক করলেও তা আসলে একটি বড় পরীক্ষা যে, কার ইমান কেমন। আর কে আল্লাহ ও তার রাসূলের নিষেধ মান্য করে আর কারা সীমা লঙ্ঘন করে।

প্যারা ৮

একটি " শীন", দুইটি "আলিফ",
তিন ভুখন্ডেই হবে ঝড়।
বিদায় জানালো মহাদূত..
তার তের-নব্বই- এক পর।

ব্যাখ্যাঃ

[৮] এই পর্বে লেখক আস- শাহরান একটু অস্পষ্ট ভাবে বাক্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সেই ফুরাত নদীর স্বর্ণের পাহাড় দখলে আনার জন্য তিনটি রাষ্ট্র যুদ্ধে জড়িয়ে পরবে। সেই ৩ টি দেশের নামের প্রথম হরফ এখানে লেখক উল্লেখ করছেন।

আর তা হলো,

(১) শীন (২) আলিফ এবং (৩) আলিফ।

যেহেতু, ফুরাত নদী তুরস্ক থেকে উৎপন্ন হয়ে আরবের পাশ দিয়ে শিরিয়া দিয়ে ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত।

তাই সহজেই অনুধাবন করা যায় যে,
(১) শীন হলো শিরিয়া এবং
(২) আলিফ হলো ইরাক।

তাহলে (৩) নং আলিফ কোন দেশ?
(পরবর্তি প্যারায় প্রকাশিত)

এখন প্রশ্ন হলো কবে, কত সালে এই সোনার পাহাড় প্রকাশ পাবে??

এ প্রসঙ্গে (আস-শাহরান) বলেছেন যে,

“বিদায় জানালো মহাদূত
তার তের নব্বই এক পর।

কে এই মহাদূত??

আমরা সবাই জানি যে, মানবতার মুক্তির মহা দূত হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)।
তিনি (সাঃ) পৃথিবী থেকে বিদায় জানিয়েছেন ৬৩২ খ্রীঃ তে।

আর ১৩-৯০-১ মানে লেখক এখানে, ১৩৯১ বছর বুঝিয়েছেন।

সুতরাং, ৬৩২+১৩৯১ = ২০২৩....!!!

অর্থাৎ, এখানে লেখক (আস- শাহরান) ভবিষ্যত বাণী করে বলেছেন যে,

আগামী ২০২৩ সালের যে কোন সময়ই ফুরাত নদী থেকে স্বর্নের
পাহাড় ভেসে উঠবে। (ইনশাআল্লাহ)
** যেটা কিয়ামতের অন্যতম আলামত।

প্যারা ৯

যে ভূমি থেকে দিয়েছিলো নিষেধ
খোদার প্রিয় নবী,
নিষেধ ভূলিবে, করিবে -রণ,
তাতে হইবেনা কামিয়াবি।

ব্যাখ্যাঃ

[৯] এই প্যারায় লেখক (আস-শাহরান) বলেছেন যে,

মুহাম্মাদ (সাঃ)- যে দেশ থেকে ঐ স্বর্ণের খনি দখল করতে যাওয়ার নিষেধ করেছিলেন, সেই নিষেধ ভুলে, ঐ দেশটিও লোভের বশীভূত হয়ে ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় দখল করতে লড়াই করবে।

অর্থাৎ, সৌদি আরব ও যুদ্ধ করবে, সোনার লোভে।

এই পর্ব থেকে প্রমানিত যে, (৩) নং "আলিফ নামক দেশটি হলো "আরব"!

যে ৩টি দেশ, আল্লাহর রছুল (সাঃ)- এর নিষেধ অমান্য করে ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় দখল করতে যুদ্ধের সুচনা করবে সেই ৩ টি দেশ হলো,

(১) শিরিয়া (২) ইরাক ও (৩) আরব।

কিন্তু কেউ ই সেই যুদ্ধে সফলতা পাবে না।

প্যারা ১০

দু'পক্ষ কাল চলিবে লড়াই,
দখল করিতে জলাংশ।
প্রতি নয় জনের, সাত জনই হায়,
হইবে সে রনে ধ্বংস।

ব্যাখ্যাঃ

[১০] লেখক(আস- শাহরান) - ভবিষ্যত বাণীতে বলেছেন যে,

ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় দখল করার জন্য শিরিয়া, আরব ও ইরাক, ২ পক্ষ কাল সময় ধরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে।

আমরা জানি যে,

১ পক্ষ কাল সময় = ১৫ দিন।
সুতরাং, ২ পক্ষ কাল = ৩০ দিন।

অর্থাৎ, সোনার খনি দখল করতে ১ মাস যুদ্ধ চলবে, শিরিয়া, ইরাক ও আরবে। ২০২৩ সালের যে কোন মুহর্তে।

আর সেই যুদ্ধে যত জন অংশ গ্রহন করবে, তাদের প্রতি ৯ জনের মধ্যে ৭ জন করেই মারা পরবে।

প্যারা ১১

যেখান থেকে এসেছিলো ধন,
চলে যাবে সেথায় ফের।
বুঝছোনা কেন? - এটা তোমাদের,,
পরিক্ষা ঈমানের। !!

ব্যাখ্যাঃ

[১১] এই প্যারায় লেখক আস-শাহরান, ভবিষ্যতবাণী করে বলেছেন যে,

ঐ সোনার ক্ষনি যেখান থেকে এসেছিল আবার সেখানেই ফেরত চলে যাবে।

অর্থাৎ, ফুরাত নদী থেকে যে সোনার ক্ষনিব উঠবে, তা এক মাসের কিছু কম-বেশ সময়ের মধ্যেই আবার জলের মধ্যে ডুবে যাবে, অদৃশ্য হয়ে যাবে।

মাঝখানে মহান আল্লাহ মানুষের ইমানের পরীক্ষা নিবেন।

আমরা জানি যে, ইরাক, আরব ও শিরিয়া তিনটি দেশই ইসলামিক দেশ।
আর তারাই নাকি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর নিষেধ লঙ্ঘন করে ফিতনায় পতিত হবে! (ভবিষ্যতদ্বাণী অনুযায়ী)

তাই তো আল্লাহ তাদের গজবে ধ্বংস করবেন।

প্যারা ১২

একটি শহর পেয়েছে মুমিনেরা,
হারাইবে অনুরুপ একটি।
স্বাধীনতার অর্ধ-শতাব্দীরও পর,
হাত ছাড়া হবে দেশটি।

ব্যাখ্যাঃ

[১২] এই প্যারায় লেখক আস শাহরান উল্লেখ করেছেন যে,

একটি শহর মুমিন রা পাবে (কাশ্মির), যা ৬ নং প্যারায় বলা হয়েছে যে, মুনিনেরা দখল করবে। আবার একটি শহর তাদের হাতছাড়া হবে।

অর্থাৎ, হিন্দুস্থান আবার একটি ইসলামিক দেশ দখল করে নিবে। যে দেশটি দখল করবে সে দেশটি তার ৫০ বছরেরও কিছুকাল পূর্বে স্বাধীনতা লাভ করেছিলো।
(হতেপারে ৫২ -৫৩ বছর)
(যেহুতু অর্ধ শতাব্দির পর বলা নেই,
বলা আছে "অর্ধ শতাব্দিরও পর")

[উপরোক্ত ব্যাখ্যা আস্-শাহরানের মুল গ্রন্থ হতে নেওয়া]

তবে আস-শাহরান উল্লেখ করে না বললেও ইঙ্গিত করেছেন যে সেটা কোন দেশ।
(পরবর্তি প্যারা গুলোতে)

প্যারা ১৩

পঞ্চ হরফ 'শীন'-এ শুরু,
'নুন' - এ খমত নামে।
মিত্র দলের আশ্রয়েতে,
নেতা হইবে অপমান।

ব্যাখ্যাঃ

[১৩] এখানে লেখক আস-শাহরান এক জন দেশ প্রধানের কথা বলেছেন।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মুমিনরা যে দেশটি হারাবে সে দেশটির প্রধান এর নাম ৫ টি হরফের হবে।

তার প্রথম অক্ষর হবে ‘শীন = শ এবং নুন= ন

সেই নেতা/নেত্রী'র সাথে মুশরিক দলের মিত্রতা বা বন্ধুত্ব থাকবে।
আর সেই বন্ধু দলই তাকে ঠকিয়ে তার দেশ দখল করে নিবে।

আগামি কথন

প্যারা ১৪

ফিতর- আযহার মাঝখানেতে
বোঝাইবেন আল্লাহ তায়ালা।
মুসলিম নেতা হয়েও,
কাফেরের বন্ধু হবার জ্বালা।

প্যারা ১৫

ছাড়বে সে যে শাষণ গদি,
থাকবেনা বেশি আর।
দেশের লোকে দেখে তাকে
জানাইবে ধিক্কার।

ব্যাখ্যাঃ

[১৪+১৫] এই দুই প্যারায় লেখক আস-শাহরান উল্লেখ করেছেন যে,

জালিম হিন্দুরা যে ভুমিটি দখল করে নিবে, সে ভুমির নেতার সাথে ইদুল ফিতর ও ইদুল আযহার মধ্যেই কাফের নেতা ও সেই মুসলিম নেতা যার ভুমি দখল করা হবে তাদের উভয়ের মধ্যে এমন কোন কিছু একটা হবে, যার ফলে সেই মুসলিম নেতাটিকে আল্লাহ সরাসরি বুঝিয়ে দিবেন যে, মুসলিমদের নেতা হয়েও কাফেরদের বন্ধু হলে কি অপমাণিত হতে হয়, আল্লাহ কতটা শাস্তি প্রদান করেন।

শাহ্ নেয়ামত উল্লাহর ক্বাসিদাহতেও এই ধরনেরই একটি ভবিষ্যতদ্বাণী করা আছে।

তাতে বলা আছে যে,

মুসলিম নেতা অথচ বন্ধু
কাফের তলে তলে,
মদদ করিবে অরি কে সে এক,
পাপ চুক্তির ছলে।

(ক্বাসিদাহ প্যারাঃ ৪০)

আর্থাৎ, সেই দুই নেতার মধ্যে গোপনে হয়তোবা কোন এক টি চুক্তি হবে, যা কঠিন পাপ।

এরই ফল স্বরুপ "আগামি কথন"- এর (১৫) নং প্যারায় বলেছেন যে,

সেই নামধারি মুসলিম নেতা তার শাষণ গদি হাড়িয়ে ফেলবে। সে মিত্রদলের চক্রান্তের শিকার হবে। তার দেশটি কাফেররা দখল করবে। দেশের লোকে তাকে ধিক্কার দিতে থাকবে। (ভবিষ্যতদ্বানী অনুযায়ী)

(আল্লাহই ভালো জানেন)

প্যারা ১৬

কাশ্মির হাড়িয়ে কাফের জাতী,
ক্ষিপ্ত থাকিবে যখন।
ছলনা বলে দু'সনের মাঝেই,
তারা করিবে পার্শভুম দখল।

ব্যাখ্যাঃ

[১৬] এ পর্বের ব্যাখ্যাতে (আস -শাহরান) বলেছেন যে,
কাশ্মির নিয়ে মুমিনদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হলে সে যুদ্ধে মুমিনদের বিজয় আসবে।
অর্থাৎ, মুমিনগন তা দখল করে নিবে, হিন্দুস্থান তা হাড়িয়ে ফেলবে।

অতঃপর, কাশ্মির হাড়িয়ে তারা (ভারতবাসী) যখন ক্ষিপ্ত থাকবে, তখন তারা কাশ্মির হাড়ানোর ২ বছরের মধ্যেই তাদেরই কোন একটি পার্শভুম অর্থাৎ, পাশের ভুমি/দেশ দখল করে নিবে।

যে ভুমিটি দখল করবে তার নেতার কথাই পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে,
মুসলিম হয়েও মুশরিক (মুর্তি পূজক)-দের সাথে বন্ধুত্ব থাকবে।
তারপর তার বন্ধুরাই তার দেশটি দখল করে নিবে। (ভবিষ্যতদ্বাণী অনুযায়ী)

কিন্তু সে ভুমি টি আসলে কোন দেশ?
মুর্তি পুজারিরা সেই মুসলিমদের দেশটি দখল করে সেখানে কি করবে?

**প্রশ্ন কি জাগছে মনে?

** প্রশ্ন থাকলে উত্তর তো থাকবেই**

আগামি কথন

প্যারা ১৭

পাপে লিপ্ত হিন্দবাসী সে ভুমে,
ছাড়াইবে শোয়া কোটি ছয় খুন।
চোখের সামনে ইজ্জত হাড়াইবে,
লক্ষ-কোটি মা বোন।

প্যারা ১৮

সময় থাকতে হয়ে যেও যোট,
সেই সবুজ ভুখন্ডের যুবকগন।
অচিরেই দেখবে চোখের সামনে,
হত্যা হবে কত প্রিয়জন।

ব্যাখ্যাঃ

[১৭]+[১৮] এই দুইটি পর্বে লেখক (আস- শাহরান) উল্লেখ করছেন যে,

যে ভুমিটি হিন্দুস্থানেরা দখল করে নিবে সেই ভুমিতে দখল করার পর তারা সেখানে একাধারে গনহত্যা চালাতে থাকবে।

নির্বিচারে মানুষ হত্যা করতে থাকবে। লক্ষ-কোটি মা বোনের ইজ্জত হরণ করবে।

কত জন মানুষ হত্যা করবে?
সে সম্মন্ধে লেখক (আস-শাহরান) একটি ভবিৎষতদ্বানী করেছেন।
আর তা হলো...

আগামি কথন

“পাপে লিপ্ত হিন্দবাসী সে ভুমে
ছাড়াইবে শোয়া-কোটি- ছয় খুন”

অর্থঃ ভারত সেই দেশটি দখল করার পর সেই দেশে শোয়া কোটি
= ১ কোটি ২৫ লক্ষ
এবং আরও একটি সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তা হলো (৬) এর অর্থ ৫ টি হয়।
আর তা হলো,

১. শোয়া কোটি ৬ শত
২. শোয়া কোটি ৬ হাজার।
৩. শোয়া কোটি ৬ লক্ষ।
৪. শোয়া কোটি এবং আরও ৬ কোটি বা
৫. শোয়া কোটি কে ৬ দ্বাড়া গুন করা।
= ৭ কোটি ৫০ লক্ষ।

(বিঃ দ্রঃ) এখানে আগামী কথনের ১৯ নং প্যারায় বলা আছে যে,

“আহাযারি আর কান্নায় ভারি,
সে ভুমি হইবে ঘোড় কারবালা”
(আগামী কথন, প্যারাঃ ১৯)

এবং ক্বাসিদাহ্ - তেও বলা আছে,

“হত্যা, ধ্বংশযজ্ঞ সেখানে
চালাইবে তারা ভারি।
ঘরে ঘরে হবে ঘোড় কারবালা,
ক্রন্দন আহাযারি।
(ক্বাসিদাহ,প্যারাঃ ৩৯)

অর্থঃ দুইটি ভবিষ্যতদ্বাণীর বই তেই প্রমান পাওয়া যাচ্ছে যে, যে ভুমিটি হিন্দুস্থানেরা দখল করে নিবে সেখানে তারা এমন হত্যা-ধ্বংস চালাবে যে, “দিতীয় কারবালা” সংঘটিত হবে।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রচুর মানুষকে হত্যা করা হবে। তাই, ৭ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হবে সেটিই প্রসিদ্ধ মত।

এখন প্রশ্ন হলো কোন দেশে এই বিপদটি ঘনিয়ে আসতে চলেছে??

■ সেটা ভারতের পাশের দেশ।
■ মুসলমানদের দেশ।
■ সে দেশের রাজা নামধারি মুসলিম হবে এবং কাফেরদের বন্ধু হবে।
■ সেই ভুমিটিকে সবুজের ভুমি বলা হবে।

তাহলে বন্ধুরা ধারনা করতে পারছেন কি সেটা কোন দেশ?

সেটা কি আমার-আপনার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ নয়?

প্যারা ১৯

আহাযারী আর কান্নায় ভারি,
সে ভূমি হইবে ঘোড় কারবালা।
খোদার মদদে "শীন" "মীম"-সেক্ষণে,
আগাইবে করিতে শত্রুর মুকাবিলা।

ব্যাখ্যাঃ

[১৯] এই পর্বে লেখক (আস-শাহরান) বলেছেন যে,

হিন্দুস্থান যে দেশটি দখল করবে সে দেশের ঘরে ঘরে কারবালা শুরু করে দিবে।
৭ কোটি ৫০ লক্ষ (কিছু কমবেশ--আল্লাহ আলিম) মানুষ হত্যা করবে।
মুসলমানদের এই বিপদে আল্লাহ সাহায্য পাঠাবেন।

এখানে উল্লেখ্য হলো, মুসলমানদের সেই বিপদ মুক্তির উছিলা হবে দুই জন।
'শীন ও মীম হরফ দিয়ে তাদের নাম শুরু হবে।
তারা আল্লাহর প্রেরিত দূত হবেন।

এখন স্মরন করুন আগামি কথন-এর ৫ নং প্যারা।
সেখানে বলা আছে যে,

প্রস্তুত নিবে ক্ষুদ্র সেনারা,
"শীন" "মীম" এর নিড়ে।
দিয়ে জয়গান "আল্লাহ মহান"
আঘাত হানিবে শত্রুর ঘাড়ে।
(আগামি কথন, প্যারাঃ ৫)

তাহলে বোঝা গেলো যে, হিন্দুস্থানিরা যখন মুসলমানদের একটি দেশ দখল করে সেখানে দ্বিতীয় কারবালা শুরু করবে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত একটি দল সেই শত্রুর মোকাবিলা করতে সামনে অগ্রসর হবে।

তাহলে সে সময়ই এই 'শীন' এবং 'মীম' এর প্রকাশ ঘটবে। (ইনশাআল্লাহ)

প্যারা ২০

'শীন' সে তো "সাহেবে কিরান",
'মীম'-এ "হাবিবুল্লাহ"....!
জালিমের ভুমিতে ঘটাইবে মহালয়,,
সাথে আছে "মহান আল্লাহ"...!!

ব্যাখ্যাঃ

[২০] এই প্যারায় লেখক (আস-শাহরান) সে পূর্বে আলোচিত "শীন" ও "মীম" এর পরিচয় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন,,

"শীন" হলো সাহেবে কিরান এবং "মীম"" হলো "হাবিবুল্লাহ"!

অর্থাৎ, শীন হরফ দিয়ে যার নামটি শুরু তার উপাধি হলো "সাহেবে কিরান"!
মীম হরফ দিয়ে যার নামটি শুরু তার উপাধি হলো "হাবিবুল্লাহ"!

এখন প্রশ্ন হলো কে এই "সাহেবে কিরান?
আর কে এই "হাবিবুল্লাহ?

এই সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর কথা এসেছে আজ থেকে প্রায় ৮৫০ বছর পূর্বে, হযরত শাহ নেয়ামত উল্লাহ-র লেখা ভবিষ্যতদ্বানীর কবিতা "ক্বাসিদাহ" তে।

ক্বাসিদায় বলা আছে যে,

সাহেবে কিরান, হাবিবুল্লাহ,
হাতে নিয়ে শমসের।
খোদায়ি মদদে ঝাপিয়ে পড়বে,
ময়দানে যুদ্ধের।

অর্থাৎ, বোঝা গেল যে, এই শীন ও মীম বা সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহই হলেন গাজওয়াতুল হিন্দের মহানায়ক।

প্যারা ২১

“হাবিবুল্লাহ” প্রেরিত আমির,
সহচর তার “সাহেবে কিরান”
কিরানের হাতে থাকিবে জিহাদের,
কুদরতি অস্ত্র "উসমান"!!!

হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরান কে?

এখানে লেখক আস-শাহরান ২ টি ব্যক্তিত্ব কে প্রকাশ করলেন তা হলো,
(১) 'মীম' হরফে নামের শুরু তার উপাধি হলো, "হাবিবুল্লাহ"। তিনি আল্লাহ প্রদত্ব নেতা।

(২) 'শীন' হরফে নামের শুরু তার উপাধি হলো "সাহেবে কিরান"।
তিনিও আল্লাহ প্রদত্ব। কিন্তু নেতা নয়, প্রধান নেতা (হাবিবুল্লাহ) -র সহচর, বন্ধু !!।

যেমনঃ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) --এর সহচর, বন্ধু ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) --তাদের ন্যায়।

হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরান কে?

হাবিবুল্লাহ = আল্লাহর বন্ধু
সাহেবে কিরান = শনি ও বৃহস্প্রতি গ্রহ বা শুক্র ও বৃহস্প্রতি গ্রহ একই রৈখিক কোণে অবস্থানকালিন সময়ে যে যাতকের জন্ম হয় অথবা এ সময়ে যে যাতকের ভ্রূন মাতৃগর্ভে সঞ্চার হয় সেই যাতক কে 'সাহেবে কিরান' বা 'অতি সৌভাগ্যবান' বলা হয়।

আর বলা হয়েছে যে, হিন্দুস্থানের সাথে মুসলমানদের মহা যুদ্ধের মূল চরিত্র বা সেনাপতিই হলো তারা দুজন (১) সাহেবে কিরান এবং (২) হাবিবুল্লাহ।

আর যুদ্ধের সময় এই সাহেবে কিরানের হাতেই থাকবে একটি কুদরতি অস্ত্র। যার নাম "উসমান" যা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পুর্ন।

এই সাহেবে কিরান, হাবিবুল্লাহ এবং উসমান কে নিয়ে শাহ নেয়ামতউল্লাহ তার ক্বাসিদাহ-গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন যে,

সৃষ্টি হইবে ভারত ব্যপিয়া
প্রচন্ড আলোড়ন।
উসমান এসে নিবে জিহাদের,
বজ্র কঠিন পন।

সাহেবে কিরান, হাবিবুল্লাহ,
হাতে নিয়ে শমসের।
খোদায়ি মদদে ঝাপিয়ে পরিবে,
ময়দানে যুদ্ধের।।
(ক্বাসিদাহ, প্যারাঃ ৪৩ ও ৪৪)

এখানে "উসমান" বলতে এই নামের একটি "অস্ত্র" কে বোঝানো হয়েছে যা যুদ্ধের সময় সাহেবে কিরান হাতে ধারন করবে।
এবং হাবিবুল্লাহ সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব প্রদান করবেন। (ভবিষ্যতদ্বানি অনুযায়ি)

প্যারা ২২

বীর গাজিগন আগাইবে জিহাদে,,
করিবে মরন-পন মহা রন ।!
খোদার রাহে করিবে হত্যা,
অসংখ্য কাফেরকে মু'মিন গন ।

ব্যাখ্যাঃ

[২২] এই পর্বে লেখক আস-শাহরান একটি সুস্পষ্ট বিষয় তুলে ধরেছেন।
আর তা হলো, **গাজওয়াতুল হিন্দ**। (হিন্দুস্থান বিজয়ের যুদ্ধ)

আগামি কথন-- এর ২২ নং প্যারা থেকে প্রমানিত যে, হিন্দুস্থানে ইসলাম কায়েম করার যে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে (গাওয়াতুল হিন্দ)--
সেই মহা যুদ্ধের মুল চরিত্র বা এই গাজওয়াতুল হিন্দের সেনাপতি হলো সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ।

তাদের নেতৃত্ত্বেই অসংখ্য মুমিনগন হিন্দুস্থানের দিকে অগ্রসর হবেন গাজওয়াতুল হিন্দের সত্যায়ন ঘটাতে।

অর্থাৎ, হিন্দুস্থান যে দেশটি দখল করে 'দ্বিতীয় কারবালা' শুরু করবে, সেই দেশ থেকেই গাজওয়াতুল হিন্দের জন্য মুমিনগন ভারতের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর নেতৃত্ত্বে।

আর তা কাশ্মির বিজয় মুমিনদের দখলে যাওয়ার
২ বছরের মধ্যেই সংঘটিত হবে।

[ক্বাসিদাহ ও আগামী কথন এর ভবিষ্যতদ্বাণী অনুযায়ী]

প্যারা ২৩

সে ক্ষনে মিলিবে দক্ষিণী বাতাস,
মু'মিনদের সাথে দুই "আলিফদ্বয়" ।
মুশরিক জাতি পরাজয় মানবে,
মুমিনদের হইবে বিজয় ।

ব্যাখ্যাঃ

[২৩] 'সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে' গাজওয়াতুল হিন্দের জন্য যখন মুমিনগন ভারতে দিকে অগ্রসর হবে ও যুদ্ধ চালাবে তখন মুমিনদের সাহায্যের তাগিদে মহান আল্লাহ তাআলা দুইটি ইসলামি দল বা দেশকে মুমিনদের দলে যোগ করিয়ে দিবেন ।
সেই দুইটি দল বা দেশের নামের প্রথম হরফ হবে আরবির "আলিফ" হরফ দিয়ে ।

"বীর গাজী মুমিন"দের সাথে তারা যোগদান করে হিন্দুস্থানের মুশরিকদের পরাজিত করবে । হিন্দুস্থান পুরোপুরি মুমিন মুসলমানদের দখলে চলে আসবে ।

এই প্রসঙ্গে হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহ (রঃ) - তার ভবিষ্যত বাণীর কবিতা বই "ক্বাসিদাহ" এ ভবিষ্যত বানী করে বলেছেন যে, যখন মুমিনেরা সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে ভারত বিজয়ের জন্য ভারতে মহা যুদ্ধে লিপ্ত হবে তখন,

মুমিনদের পাশে---------
মিলে একসাথে দক্ষিনি ফৌজ,
ইরানি ও আফগান ।
বিজয় করিয়া কবজায় পুরা,
আনিবে হিন্দুস্থান ।
[ক্বাসিদাহ, প্যারাঃ ৪৭]

আগামি কথনের এই প্যারায় বলা আছে যে,
গাজওয়াতুল হিন্দের সময় সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর দলে যে দুই দেশ যোগ দিবে এবং হিন্দুস্থান বিজয় করে পুরোপুরি মুসলমানদের দখলে আনবে সেই দেশ দুইটি হলো,

(১) ইরান ও
(২) আফগানিস্থান

অতএব জানা গেলো যে, সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর দলে, ইরান এবং আফগানিস্থানের মিলিত হবার পর এই ৩ দলের সংঘবদ্ধ শক্তির উছিলায়ই মহান আল্লাহ গাজওয়াতুল হিন্দে মুসলমানদের বিজয় দান করবেন।

যে বিজয়ের ওয়াদার ভবিষ্যতদ্বাণী হিসেবে মহান আল্লাহ তার প্রিয় রছুল (সাঃ) এর মাধ্যমে অনেক পুর্বেই দান করেছিলেন।
এবং ক্বাসিদাহ তে শাহ নেয়ামতউল্লাহ
এবং আগামী কথন' এ আস-শাহরান
ভবিষ্যতদ্বাণী করেছেন।

(আল্লাহ আলিম)

(আল্লাহ যেন আমাদের সঠিক পথ চেনার সুযগ দান করেন) - আমিন

প্যারা ২৪

দ্বীন থেকে দূরে ছিলো,সে যে,
ছয় (৬) হরফেতে তাহার নাম।
প্রথমে "গাফ" -খতমে "শাহা",,
স্ব-পরিবারে আনিবে ইমান।।

ব্যাখ্যাঃ

[২৪] আলহামদুলিল্লাহ! এই প্যারায় লেখক আস-শাহরান বলেছেন যে, যখন গাজওয়াতুল হিন্দ (অর্থাৎ, হিন্দুস্থান বিজয়ের যুদ্ধ চলবে এর কোন এক সময়)।

হিন্দুস্থানের একজন মুর্তিপুজারি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করবে এবং তার পরিবারও ইসলাম কবুল করবে!!
এখন কথা হলো হাজার হাজার বেধর্মিরাইতো ইসলাম কবুল করবে।
তাহলে এই ব্যাক্তিটির নামই কেন প্রকাশ করা হলো? কে এই ব্যক্তিটি?

লেখক আস শাহরান তার আংশিক পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে,
তার নাম ৬ টি অক্ষরে হবে প্রথম অংশ হবে "গাফ" এবং শেষের অংশ হবে, 'শাহা'! (পদবি) অর্থাৎ নাম টি হবে, 'শ্রী 'গাফ' 'শাহা' বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় যে, এই ব্যক্তিটির সমন্ধে, শাহ নেয়ামতউল্লাহ (র)- তার
বিখ্যাত ভবিষ্যতদ্বাণীর কবিতা
ক্বাসিদাহ তে বলেছেন যে,

দ্বীনের বৈরি আছিলো শুরুতে
ছয় হরফেতে নাম।
প্রথম হরফে "গাফ"-সে,
কবুল করিবে দ্বীন ইসলাম।
(ক্বাসিদাহঃ প্যারাঃ ৪৯)

প্যারা ২৫

হিন্দুস্থানেই হিন্দু রেওয়াজ,
থাকিবেনা তিল পরিমান।
আল্লাহর খাছ রহমত হবে,
মুমিনদের উপর বরিষান।

ব্যাখ্যাঃ

[২৫] এই প্যারায় লেখক আস-শাহরান বলেছেন যে, গাজওয়াতুল হিন্দের পর হিন্দুস্থানে হিন্দুদের শিরকি, কুফুরি, কোন প্রকার রিতিনিতি ও থাকবে না এবং হিন্দুদের কোন চিহ্ন ও থাকবে না।

এ সময়টি তখনই আসবে যখন কাশ্মির বিজয় হবে এবং এর দু বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে হিন্দুস্থানিরা দ্বিতীয় কারবালা করবে। তারপর মুমিনগন সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে ভারত পানে "গাজওয়াতুল হিন্দ করবে।

প্যারা ২৬

অন্যত্র পশ্চিমা বিশ্ব তখন,
সৃষ্টি করিবে বিপর্যয়।
তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে,
ঘটাইবে বড় মহালয়।

ব্যাখ্যাঃ

[২৬] যখন গাজওয়াতুল হিন্দ চলতে থাকবে ঠিক ঐ সময়ই পশ্চিমা বিশ্বে বিরাটকায় বিপর্যয় নেমে আসবে।
এর ফলশ্রুতিতে ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা হবে।

প্যারা ২৭

দ্বিতিয় বিশ্ব সমর শেষে
আশি বর্ষ পর,
শুরু হবে ফের অতি ভয়াবহ,
তৃতীয় বিশ্ব সমর।

ব্যাখ্যাঃ

[২৭] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার ৮০ বছর পর আরো ভয়াবহ আকারে ৩য় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হবে।

আমরা সবাই জানি যে, ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে
১৯৪৫ সালে।
অতএব, ১৯৪৫+৮০=২০২৫ সাল।

অর্থাৎ, ২০২৫ সালেই গাজওয়াতুল হিন্দের সময়ই ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা হবে।

(আল্লাহু আলিম)

প্যারা ২৮

কুর্দি কে এ রনে করিবে ধ্বংশ,
কঠিন হস্তে আরমেনিয়া ।
আরমেনিয়ায় ঝড় তুলিবে
সম্মুখ সমরে রাশিয়া ।

ব্যাখ্যাঃ

আস শাহরান বলেছেন, কুর্দিকে এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংশ করবে, আরমেনিয়া । এবং আরমেনিয়ার সাথে লড়াই এ মাতবে রাশিয়া ।

[কুর্দি= যারা ইরাক, সিরিয়া,ও ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় এবং, তুরস্কের পূর্বাঞ্চলীয় বাসিন্দা]

আরমেনিয়া = ইরানের উত্তরে এবং তুরস্কের পুর্বদিকে, কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মাঝে অবস্থিত ।

প্যারা ২৯

রাশিয়া পাইবে কঠিন শাস্তি,
মাধ্যম হইবে তুরষ্ক।
তাহার পরেই এই মাধ্যমকে,
কুর্দি করিবে ধ্বংস।

ব্যাখ্যাঃ

তারপর রাসিয়ায় আক্রমন চালাবে তুরষ্ক, আর ঠিক তখন তারপরই তুরুষ্ককে কুর্দি জাতি আক্রমন করে ধ্বংশ করে দিবে।

প্যারা ৩০

এরই মাঝেই চালাবে তান্ডব,
পার্শদেশ কে হিন্দুস্থান।
বজ্রাঘাতে হইবে ধ্বংস,
বেইমানের হাতে পাকিস্তান।

ব্যাখ্যাঃ

এর মাঝেই ভারত তখন পাকিস্তানের উপর তান্ডব চালাবে। তারা বজ্রাঘাতে (পারমানবিক বোমা হামলার মাধ্যমে) পাকিস্তানকে ধ্বংসপ্রাপ্ত করবে।

প্যারা ৩১

তাহার পরেই হিন্দুস্থান কে,
ধ্বংশ করিবে তিব্বত।
তিব্বত কে করিবে সে রনে তখন,
একটি আলিফ বধ।

ব্যাখ্যাঃ

যখন পাকিস্থান কে ভারত ধ্বংশ করে দিবে তখন চিন (তিব্বত) তখন আবার ভারতকে ধ্বংশ করে দিবে এবং তার পরপরই চিন কে আবার একটি দেশ ধ্বংস করবে বধ করবে।
সে দেশটির নাম আরবীতে "আলিফ" হরফে শুরু।

প্যারা ৩২

চতুর্মূখী বজ্রাঘাতে সে
"আলিফ" হইবে নিঃশ্বেষ।
ইতিহাসে শুধুই থাকিবে নাম-
মুছে যাবে সেই দেশ।

ব্যাখ্যাঃ

আলিফ নামক দেশটি কে তারপর চতুর্মূখী আক্রমন চালানো হবে। যার ফলে ইতিহাসে শুধু ঐ দেশটির নামই কেবল থাকবে কিন্তু তার বিন্দু পরিমান চিহ্নও থাকবেনা।

আলিফ নামক দেশটি কে তারপর চতুর্মুখী আক্রমন চালানো হবে। যার ফলে ইতিহাসে শুধু ঐ দেশটির নামই কেবল থাকবে কিন্তু তার বিন্দু পরিমান চিহ্নও থাকবেনা।

উল্লেখ্য যে সেই আলিফ নামক দেশটির পুর্ন নাম হলো, "অ্যামেরিকা।"

শাহ নেয়ামতউল্লাহ (র) - তার ক্বাসিদাহ-গ্রন্থে বলেছেন যে,

এ রনে হবে আলিফ এরুপ,
পয়মাল মিশমার,
মুছে যাবে দেশ,
ইতিহাসে শুধু নামটি থাকিবে তার।
(ক্বাসিদাহ, ৫২)

যে বেঈমান দুনিয়া ধ্বংশ করিলো আপন কামে
নিপাতিত সে শেষকালে নিজেই জাহান্নামে।
(ক্বাসিদাহ ৫৪)

অতএব বোঝা গেলো, অ্যামেরিকা নিঃচিহ্ন হয়ে যাবে।

প্যারা ৩৩

বিশ্ব রনে কালো ধোয়ায়,
অন্ধকার থাকিবে আকাশ।
দেখিবে তখন জগৎবাসী,
দুখানের দশম বানীর প্রকাশ।

ব্যাখ্যাঃ

[৩৩] যখন ৩য় বিশ্বযুদ্ধ হবে ঐ যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে ধোয়ার কারনে আকাশ দিনের বেলায়ও অন্ধকার দেখাবে। আর মানুষ সেই দিন সুরা আদ-দুখানের ১০ নং বাণীর বাস্তবতা দেখতে পাবে।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,
"অতএব, আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যেদিন আকাশ সুস্পষ্ট ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে!"

[সূরা আদ-দুখান, আয়াত-১০]

প্যারা ৩৪

সাত মাস ব্যাপি ধোঁয়ার আযাবে
বিশ্ব থাকিবে লিপ্ত।
দুই-তৃতীয়াংশ মানব হাড়াইবে প্রান,
রব থাকিবেন ক্ষিপ্ত।

ব্যাখ্যাঃ

[৩৪] এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধর সময় সাত (৭) মাস ধোঁয়ার কারণে পৃথিবী অর্ধ-অন্ধকার থাকিবে।
হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেন, কিয়ামতের বড় ১০ টি আলামতের মধ্যে একটি হলো, আকাশ কালো ধোয়ায় ছেয়ে যাবে। (সহিহ্ মুসলিম)

আর এই যুদ্ধের এই অবস্থার কারণটা হয়তো আমরা সবাই বুঝতেই পারছি যে ২০২৫ সালে যদি এরুপ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহলে নিশ্চই তা অতি আনবিক, হাইড্রোজেন, পারমাণবিক সহ সকল প্রকার শক্তিশালী যুদ্ধ অস্র ব্যবহৃত হবে।

যার বিষ্ফোরণের ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর আকাশ ধোঁয়ায় ঘিড়ে যাবে। অসংখ্য অগনিত, মানব-দানব, পশুপাখি, গাছপালা মারা যাবে, ফসল উৎপাদন হবে না।

হাদিস অনুযায়ী ইমাম মাহদির প্রকাশের পুর্বে ২ ধরনের মৃত্যু দেখা যাবে।

(১) স্বেত মৃত্যু = ৩য় বিস্বযুদ্ধের কারনে পরিবেশ নষ্ট হয়ে ১-২ বছর ফসল উৎপাদন না হওয়ার ফরে সংঘটিত দুর্বিক্ষ (খড়া) র কারনে।
(২) লোহিত মৃত্যু = যুদ্ধে রক্তপাতের কারনে মৃত্যু।

প্যারা ৩৫

ভয়ংকর এই শাস্তির কারণ
বলে যাই আমি এক্ষনে,
নিম্নের কিছু কথা তোমরা,
রাখিও স্মরণে।

ব্যাখ্যাঃ

[৩৫] লেখক বলেছেন যে,
এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে মানুষজাতিকে
এতটা কঠিন শাস্তি কেন দেওয়া হবে??
তার কিছু কারনও রয়েছে যা তিনি প্রকাশ্যে এনেছেন।

কারণগুলো পরবর্তী প্যারাগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্যারা ৩৬

মহা সমরের পুর্বে দেখিবে,
প্রকাশ পাইবেন "মাহমুদ" ।
পাশে থাকিবেন "শীন" ও "জ্যোতি"-
সে প্রকৃতই রবের দুত ।

ব্যাখ্যাঃ

[৩৬] আল্লাহ বলেছেন যে, যখন কোন জাতি পাপাচারে লিপ্ত হয় তখন ততক্ষন পর্যন্ত আমি ধ্বংশ করিনা যতক্ষন না সেখানে আমার পক্ষ থেকে একজন সতর্ককারি না পাঠাই । ইতিহাসও তাই বলে ।

তাহলে ২০২৫ সালে যে এতটা ধ্বংসলিলা চলবে তা বর্তমানে বিশ্বের দিকে তাকালেই বুঝতে পারছি যে কেন! তাহলে, নিশ্চই ধ্বংশের পূর্বেই একজন সতর্ককারীকে আল্লাহ পাঠাইবেন ।

তারই পরিচয় লেখক আস-শাহরান দিয়েছেন । তিনি বলেছেন সেই আল্লাহ পদত্ত ব্যাক্তিটির পরিচয়টা হলো তিনি « ইমাম আল মাহমুদ » ।
তার পাশে থাকবে "শীন" (সহচর বা বন্ধু) (উল্লেখ্য যে শীন হলো তার নামের ১ম হরফ পুরো নাম প্রকাশ হয়নি)

একটু স্মরন করনু আগামী কথন এর (৫) (১৯ (২০) এবং (২১) নং প্যারাগুলো । সেক্ষানে বলা আছে, "শীন"ও মীম" এর কথা ।
(যারা গাজওয়াতুল হিন্দের সেনাপতি ও নেতা)

বলা আছে "শীন সেতো সাহেবে কিরান,
মীম এ "হাবিবুল্লহ"(২০)

এবং আরো বলা আছে যে,

"হাবিবুল্লাহ প্রেরিত আমির,
সহচর তার সাহেবে কিরান (২১)

অতএব, "মীম" হরফে শুরু নাম (মাহমুদ) তার উপাধি হলো হাবিবুল্লাহ।
(আল্লাহরর পক্ষ থেকে প্রধান নেতা)

শীন হরফে নামের শুরু (পুরো নাম জানা যায়নি) তার উপাধি হলো,
"সাহেবে কিরান"।

তিনি গাজওয়াতুল হিন্দের সেনাপতি এবং উসমানি তরবারির ধারক-বাহক।
তিনিও আল্লাহর মনোনিত বান্দা। তিনি প্রধান আমিরের সহচর/বন্ধু হবেন।

অর্থাৎ, এই ইমাম মাহমুদই হচ্ছেন হাবিবুল্লাহ এবং তার সহচর বন্ধুই হচ্ছেন সাহেবে কিরান।
তাদের দুজনের নেতৃত্বেই "গাজওয়াতুল হিন্দ" হবে।
তাদের পরিচয় ২০২৫ সালের
পুর্বেই প্রকাশিত হবে। [ইনশাআল্লাহ]
[ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী]

প্যারা ৩৭

হিন্দুস্থান থেকে যদিও একজন,
জানাইবে মাহমুদ"-এর দাবি ।
খোদা করিবেন সেই ভন্ডকে ধ্বংস-
সে হইবেনা কামিয়াবি ।

ব্যাখ্যাঃ

[৩৭] আস-শাহরান বলেছেন যে, ইমাম মাহমুদের প্রকাশের সমসাময়িককালে ভারত থেকে একজন ভন্ড নিজেকে "ইমাম মাহমুদ" বলে দাবি জানাবে। কিন্তু সে কোনরুপ সফলতা পাবেনা। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিবেন।

প্যারা ৩৮

হাতে লাঠি, পাশে জ্যোতি,
সাথে সহচর "শীন" ।
মাহমুদ এসে এই জমিনে,
প্রতিষ্ঠা করিবেন দ্বীন ।

ব্যাখ্যাঃ

[৩৮] এখানে ইমাম মাহমুদের কথা বলা হয়েছে।
(১) তার হাতে একটি লাঠি থাকবে (হয়তো বিষেশ গুন সমৃদ্ধ)।
(২) পাশে জ্যোতি থাকবে (হয়তো জ্যোতি বলতে আলো বা জ্ঞান বোঝানো হয়েছে বা অন্য কিছু, আল্লাহ জানেন) এবং (৩) সাথে থাকবে সহচর শীন (সাহেবে কিরান)! ।

(৪) আর মাহমুদ পরিশেষে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবেন। (গাজওয়াতুল হিন্দের মধ্য দিয়ে)

প্যারা ৩৯

"সত্য"-সহ করিবেন আগমন
তবুও করিবে অস্বিকার।
হক্কের উপর করবে বাতিল,
কঠিন অন্যায় -অবিচার।

ব্যাখ্যাঃ

[৩৯] ইমাম মাহমুদ সত্য সহ আগমন করবেন। তবুও তাকে অস্বীকার করবে অধিকাংশ মানুষ। আর সেই হক্ব পন্থিদের উপর বাতিলপন্থি খুবই অন্যায়-অবিচার করবে।

প্যারা ৪০

অবিশ্বাসী জাতির উপর
গজব নাজিল হবে তখন-
পঁচিশ সনের মহা সমরে
ধোঁয়ার আযাব আসিবে যখন।

ব্যাখ্যাঃ

[৪০] আমরা কুরআনে বর্নিত ইতিহাসে পাই যে,
হযরত সালেহ (আ) কে অবিশ্বাস করায় সামুদ জাতি ধ্বংশ হয়েছিল।
হযরত হুদ (আ) কে অবিশ্বাস করায় আদ জাতি ধ্বংশ হয়েছিল।
হযরত লূত (আ) কে না মানায় তার জাতি ধ্বংশ হয়েছিল।
নূহ (আ) কে না মানার কারনে গোটা পৃথিবীর উপর প্লাবনের আযাব এসেছিলো।

তারই ধারাবাহিকতায় ইমাম মাহমুদকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার, অববিচার, অত্যাচার করার কারণে ২০২৫ সালে এই আযাব নাযিল হবে।
[ভবিষ্যতদ্বাণী অনুযায়ী]

প্যারা ৪১

লিখে রাখা আছে খুজে দেখো
তবে, মহানবীর (সাঃ) পুথিতে।
আধুনিকতার হইবে ধ্বংস,
পৃথিবী ফিরে যাবে অতিতে।

ব্যাখ্যাঃ

[৪১] এই অংশে বলা হয়েছে যে, হাদিস শরিফে বলা আছে যে, পৃথিবী আধুনিকতায় পৌছাবে। অতপর তা আবার ধ্বংস হব, পৃথিবী আবার প্রাচীন যুগে ফেরত যাবে। সুতরাং, এই ২০২৫ সালের ৩য় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমেই তা হবে।

প্যারা ৪২

থাকবেনা আর আকাশ মিডিয়া,
থাকবেনা আনবিক অস্ত্র।
ফিরে পাবে ফের ইতিহাস-দৃশ্য,
ঘোড়া - তরবারির চিত্র।

ব্যাখ্যাঃ

[৪২] এখানে লেখক বলেছেন যে, ২০২৫ সালের পর আকাশ মিডিয়া (টিভি-রেডিও, মোবাইল-টেলিফোন, কৃত্তিম উপগ্রহ) কিছুই থাকবেনা। আণবিক, পারমাণবিক বা আধুনিক কোন অস্ত্র থাকবে না, পুনরায় ইতিহাস অতীত দৃশ্যে চলে আসবে। ঘোড়া—তরবারির ব্যবহার ফের শুরু হবে।

প্যারা ৪৩

গায়েবি ধ্বনির যন্ত্র ধ্বংশ,
নিকটই হবে দুর।
প্রাচ্যে বসে শুনবেনা আর,
প্রতিচির গান সুর।

ব্যাখ্যাঃ

আস শাহরান বলেছেন যে, গায়েবি ধ্বনির যন্ত্র (মোবাইল-টেলিফোন, টেলিভিশন-রেডিও,সাউন্ড সিস্টেম) সবকিছু চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা এখন বহুদূরের রাস্তা দ্রুতই পার করি, কিন্তু তখন কাছের রাস্তাকেই দূরের মনে হবে (যদি বেঁচে থাকি)।
কারণ, ২০২৫ সালের পর দ্রুতগামী যানবাহন থাকবেনা।

পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে বসে আর অন্য প্রান্তের গান সুর আর শোনা যাবে না। মোটকথা আধুনিকতা নামের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা যুগের অবসান ঘটবে।

প্যারা ৪৪

সৃষ্টির উপর হাত খেলানোর,
করেছো দূর্সাহসিকতা।
শাস্তি তোমাদের পেতেই হবে,
তাইতো এই বিধ্বংস্ততা।

ব্যাখ্যাঃ

[৪৪] এখানে বলা হয়েছে যে, ২০২৫ সালের গজব নাজিল হবার আরও একটি বড় কারণ হলো, মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির উপর হাত খেলিয়েছে।
[যেমনঃ- অত্যাধুনিক রোবট, টেষ্টটিউব বেবি, জেন্ডার চেঞ্জ, প্লাস্টিক সার্জারি, হাইব্রিড উদ্ভিদ ও প্রানিসহ ইত্যাদি]

প্যারা ৪৫

বাংলায় তোমরা করেছো পূজা,
মুশরিকি "বা'আল" দেবতার।
মুসলিম হয়েও কেন তোমরা,
হাড়াচ্ছো নিজেদের অধিকার?

ব্যাখ্যাঃ

[৪৫] এখানে লেখক বুঝিয়েছেন যে, ২০২৫ সালের পূর্বেই বাংলা ভুমিতে "বা'আল" দেবতার পুজা করা হবে।
উল্লেখ্য যে, হযরত ইলিয়াস (আ), আল-ইয়াছা (আ), যুলকিফল (আ) এবং হযরত মিকাইয়া ও ইয়াছিন (আ), হযরত আর (আ)- সহ অসংখ্য নবি-রসূলগণ বর্তমান ফিলিস্থিন, সিরিয়া সহ আশপাশে বা'আল দেবতার পুজার বিরুদ্ধে আগমন করেছিলেন। কারণ, তখন বা'আল দেবতার রাজত্ব চলতো। এখানে বা'আল দেবতা বলতে হয়তো, কোন বড় দলের নামের শর্টফ্রম বোঝানো হয়েছে।

প্যারা ৪৬

আধুনিকতার কারণে মানুষ,
লিপ্ত নগ্নতা-অশ্লিলতায়।
বে-পর্দা নারী, মুর্খ আলেম, তাইতো-
পচিশে ধ্বংশ হবে সব অন্যায়।

ব্যাখ্যাঃ

[৪৬] এই পর্বের ব্যাখ্যা হয়তো বোঝানোর অপেক্ষা রাখেনা। আধুনিকতার জন্য মানুষ যে কতটা নগ্নতা আর অশ্লিলতায় ডুবে যাচ্ছে তা সবাই জানেন। আর দুইটি বড় কারন হলো,

(১) বেপর্দা নারী :
বেপর্দা নারির সংখ্যা ক্রমসই বৃদ্ধি থেকে বৃদ্ধিতর হতেই আছে।

(২) মূর্খ আলেম :
মুর্খ আলেমের অভাব নেই। যারা, ভ্রান্ত ফতোয়াবাজ, পেট পূজারী, সঠিক ইসলামের অপব্যাখ্যাকারী।

এই সকল কারণের সমষ্টিতেই ২০২৫ সালে আযাব গযব নাজিল হবে। [ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী]

প্যারা ৪৭

আকাশে আলামত; জন্ম হলো,
দ্বিতীয় আবু সুফিয়ান।
চল্লিশ বছরে প্রকাশ পাবে,
দুটি শক্তিতে সে বলিয়ান।

ব্যাখ্যাঃ

[৪৭] এখানে লেখক আস-শাহরাম রাসূল (সাঃ)- এর হাদিছ থেকে কথা বলেছেন ।

হাদিছে বলা আছে, ইমাম মাহদীর প্রকাশের পূর্বে দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানির প্রকাশ ঘটবে।
দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানের জন্মের সময় আকাশে আলামত দেখা যাবে।
সে দুইটি শক্তির চাদর গায়ে (২ টি শক্তিশালি দল) থাকবে।

আমাদের নিকটবর্তী সময়ে আকাশে আলামত বলতে হেলির ধুমকেতু ১৯৮৬ সালে দেখা গিয়েছিলো। আর "আগামী কথন" এ লেখক বলেছেন ৩য় বিশ্ব যুদ্দের পর, অর্থাৎ ২০২৫ সালের পর ৪০ বছর বয়সে সুফিয়ানের প্রকাশ ঘটবে।

১৯৮৬+৪০ = ২০২৬ সাল।

অতএব ২০২৬ সালেই দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানের প্রকাশ হবে। (ইনশাআল্লাহ)
যা ইমাম মাহদির আগমনকে ইঙ্গিত করে।

প্যারা ৪৮

মহাযুদ্ধের দু সনের মাঝেই
ভয়ংকরি এক তান্ডবে।
মুসলিমদের উপর আক্রমনে,,
সুফিয়ানির জয় হবে বাগদাদে।

ব্যাখ্যাঃ

[৪৮] ২০২৫ সাল থেকে ২ বছরের মধ্যেই আবু সুফিয়ান বাগদাদের মুসলিমদের উপর বিরাট একটি আক্রমন চালাবে।
সেখানে মুসলমানেরা পরাজিত হবে। আবু সুফিয়ানের বিজয় হবে।

প্যারা ৪৯

সারিয়া বাসি আবু সুফিয়ান,
তারপর হবে একটু স্থির।
কালো পতাকাধারি পুর্বের সেনারা,
জমাইবে আরবে ভীড়।

ব্যাখ্যাঃ

[৪৯] সিরিয়া বাসী আবু সুফিয়ান বাগদাদে জয় লাভের পর স্থির হয়ে থাকবে।
তারপরই মহাযুদ্ধের ২ বছর পর ২০২৭-২৮ সালের দিকে হাদিসের সেই বিখ্যা
ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতাটা প্রকাশিত হবে। কালোপতাকাধারি সেনারা
আরবে প্রবেশ করবে, ইমাম মাহদির সাহায্যে।

প্যারা ৫০

আরবে তখনও চলিবে তিনজন,
সার্থলোভি নেতার লড়াই।
আল্লাহর দ্বিন ভুলে গিয়ে তারা,
দেখাবে ক্ষমতার বড়াই।

ব্যাখ্যাঃ

[৫০] আরবে একজন খলিফার তিনজন পুত্র ক্ষমতার লোভে লড়াই করতে থাকবে। তারা কেউই সঠিক আকীদার নয়, শয়তান।

সহিহ হাদিছেও উল্লেখিত আছে। (ইবনে মাজাহ)

তাহলে কি তখনই প্রকৃত
'ইমাম মাহদির আগমনের সময়'?

প্যারা ৫১

আধুনিকতার অধ্বঃপতনের
তৃতীয় বর্ষ পর।
আঠাশে প্রকাশ পাইবেন "মাহদী"
এই দুনিয়ার উপর।

ব্যাখ্যাঃ

[৫১] একটি চিরাচরিত নাম **ইমাম মাহদী।**

একজন প্রকৃত মুসলিম উম্মাহ হিসেবে আপনার কাছে এই নামটিতে মিশ্রিত রয়েছে শত আশা-আকাঙ্খা, শুখ-শান্তির বাতাস, অপেক্ষা।

সবার একটাই প্রশ্ন, কবে ইমাম মাহদী'র আগমন ঘটবে?

সবার সেই জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আগামী কথন এর লেখক (আস-শাহরান) প্রকাশ করলেন যে,

যখন কাশ্মির বিজয় হবে---
তার ২ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে হিন্দুস্থানিরা 'দ্বিতীয় কারবালা' করবে,
সে সময় ইমাম মাহমুদ (হাবিবুল্লাহ) ও তার বন্ধু বা সহচর শীন (সাহেবে কিরান) এদের প্রকাশ ঘটবে।
তাদের নেতৃত্বে "গাজওয়াতুল হিন্দ" হবে। ২০২৫ সালে ৩য় বিশ্বযুদ্ধ হবে।
যার ফলে আধুনিকতা চিরতরে ধ্বংশ হবে।

এরই তিন বছরের মাথায় অর্থাৎ, ২০২৮ সালে ইমাম মাহদী'র প্রকাশ ঘটবে।

(আল্লাহু আলম)

ইমাম মাহদী আগমনের আলামত

বন্ধুরা আমি ব্যাক্তিগতভাবে আখিরুজ্জামান নিয়ে যতটুকু চর্চা করেছি তার অভিজ্ঞতার আলোকে লেখক--আস-শাহরান -এর 'আগামী কথন' এর সত্যতা যাচাই করিঃ

ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ কবে হবে?

এই বিষয়টি নিয়ে প্রত্যেকটি যুগেই চলছে ভবিষ্যতবাণী। যদিও নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। তারপরও কেবল মাত্র সতর্কতার জন্য ইমাম মাহদীর আগমনের কাছাকাছি একটি নির্দিষ্ট সময় নিয়ে একটু লিখতে চাই। কারণ অনেকে হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা ও বর্তমান পৃথিবীর সত্য সংবাদগুলো না জানার কারণে মনে করছেন ইমাম মাহদীর আগমন আরো শতশত বছর পরে হবে। অপরদিকে কিছু ভাই মনে করছেন ২০২৩ সালের মধ্যেই ইমাম মাহদীর আগমন হবে। যদিও এর কোনটাই সঠিক নয়। বরং বর্তমানে ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের অধিকাংশ আলামত এই সময়টির সাথে মিলে যাচ্ছে। তবে এখনও কিছু আলামত বাস্তবায়ন বাকী রয়েছে। তাই কেউ আমার এই লেখাটিকে একমাত্র দলিল হিসেবে নির্ভরশীল হবেন না। কারণ আমার গবেষণা ভূলও হতে পারে।

১. তুর্কি খিলাফত ধ্বংস

হযরত আবু কুবাইল (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ১০৪ বছর পর মাহদী (আঃ) উপর মানুষ ভিড় করবে। ইবনে লাহইয়া বলেন, উক্ত হিসাবটা আজমী তথা অনারবী হিসাব মতে, আরবী হিসাব মতে নয়।
[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৬২]

আমরা সবাই জানি যে, তুর্কি খিলাফত আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯২৪ সালে বিলুপ্ত করা হয়েছিল। সুতরাং - ১৯২৪ +১০৪ =২০২৮ সাল।

বিঃদ্রঃ- একমাত্র তুর্কি খিলাফত আজমী, অর্থাৎ অনরবী। এছাড়া চার খলিফা, উমাইয়া খিলাফত, আব্বাসীয় খিলাফত, ফাতেমীয় খিলাফত সবগুলোই আরবদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত।

২. ১৫ ই শুক্রবার রাতে রমজান মাসে বিকট শব্দে আওয়াজ হবে

ফিরোজ দায়লামি বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, “কোন এক রমজানে আওয়াজ আসবে” । সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল! রমজানের শুরুতে? নাকি মাঝামাঝি সময়ে? নাকি শেষ দিকে’? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,“না, বরং রমজানের মাঝামাঝি সময়ে । ঠিক মধ্য রমজানের রাতে । শুক্রবার রাতে আকাশ থেকে একটি শব্দ আসবে । সেই শব্দের প্রচণ্ডতায় সত্তর হাজার মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে আর সত্তর হাজার বধির হয়ে যাবে” ।

(মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১০)

সৌদি আরবের কেলেন্ডার অনুযায়ী ১৫ ই রমজান শুক্রবার হয়, ১৪৪৯ হিজরী বা ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৮ সাল ।

৩. রমজান মাস শুরু হবে শুক্রবার

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্নিত, তিনি বলেন, কোন এক রমজানে অনেক ভূমিকম্প হবে । যে বছর শুক্রবার রাতে রমজান মাস শুরু হয় । তারপর মধ্য রমজানে ফজরের নামাজের পর আকাশ থেকে বিকট শব্দে আওয়াজ আসবে । তখন তোমরা সবাই ঘরের দরজা, জানালা সব বন্ধ করে রাখবে । আর সবাই সোবহানাল কুদ্দুস, সোবহানাল কুদ্দুস, রাব্বুনাল কুদ্দুস তেলাওয়াত করবে ।

[আল ফিতানঃ নুয়াইম বিন হাম্মাদ, হাদিস নং - ৬৩৮]

সৌদি আরবের কেলেন্ডার অনুযায়ী, ১ রমজান শুক্রবার ১৪৪৯ হিজরী বা ২৮ জানুয়ারি ২০২৮ সাল হয় ।

(বিঃদ্রঃ হাদিস বড় হওয়ার কারনে সম্পূর্ণ হাদিস উল্লেখ করা হয়নি, তবে কিতাবুল ফিতানের হাদীসে শুক্রবার রমজান মাস শুরু হবে এরকম বর্ননা নেই)

৪. আশুরা বা ১০ মুহাররম শনিবার হবে

ইমাম বাকির (রহঃ) বলেন, যদি দেখ আশুরার দিন বা, ১০ মুহাররম শনিবার ইমাম কায়িম (মাহদী) আঃ মাকামে ইব্রাহিম ও কাবার এর মধ্যখানে দাড়িয়ে থাকেন তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) তার পাশেই দাড়িয়ে থাকবেন এবং মানুষকে ডাকবেন তাকে বাইয়াত দেয়ার জন্য।

(বিহারুল আনোয়ার, ভলিউম ৫২,পৃষ্ঠা - ২৭০)
(গাইবাত, লেখকঃ শাইখ আত তুসী, পৃষ্ঠা - ২৭৪)
(কাশফ উল গাম্মাহ, ভলিউম ৩,পৃষ্ঠা - ২৫২)

সৌদি আরবের কেলেন্ডার অনুযায়ী ১০ মুহাররম শনিবার ১৪৫০ হিজরী বা, ৩ জুন ২০২৮ সাল হয়।

৫. ইমাম মাহদীর নাম ধরে জিব্রাইল (আ.)- এর আহ্বান

হযরত আবু বাছির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ আস সাদিক (হযরত জাফর সাদিক রহঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম? কখন আল-কায়েম (ইমাম মাহদী) আবির্ভাব হবে? তিনি বললেন আহলে বাইতের (রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বংশধর) জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় (উল্লেখ) নেই। তবে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে ৫টি বিষয় ঘটবে। যেমনঃ (১) আকাশ থেকে আহ্বান (২) সুফিয়ানীর উথান (৩) খোরাসানের বাহিনীর আত্নপ্রকাশ। (৪) নিরপরাধ মানুষকে ব্যাপক হারে হত্যা করা (৫) (বাইদার প্রান্তে) মরুভূমিতে একটি বিশাল বাহিনী ধ্বংসে যাবে।

ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে দুই ধরনের মৃত্যু দেখা যাবে।
(১) শ্বেত মৃত্যু (২) লাল মৃত্যু।
শ্বেত মৃত্যু (দুর্ভিক্ষের কারনে মৃত্যু) হল মহান মৃত্যু আর লাল মৃত্যু হল তরবারি (যুদ্ধের) কারনে মৃত্যু। আর আকাশ থেকে তিনি (হযরত জিব্রাইল (আঃ) তার (ইমাম মাহদীর) নাম ধরে আহ্বান করবে ২৩ ই রমজান শুক্রবার রাতে।
(হাদিস বড় হওয়ায় সম্পূর্ণ হাদিস উল্লেখ করা হয়নি)

- (বিহারুল আনোয়ার, খন্ড - ৫২, পৃষ্ঠা - ১১৯,
বিশারাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা - ১৫০
মুন্তাখাবুল আসার, পৃষ্ঠা - ৪২৫,
মুজ'আম আল হাদিস আল ইমাম আল মাহদী,
খন্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ৪৭২)

সৌদি আরবের কেলেন্ডার অনুযায়ী ২২ রমজান শুক্রবার (যেহেতু আরবী মাস সন্ধ্যা থেকে হিসাব করতে হয়, তাই শুক্রবার রাত ২৩ ই রমজান হবে) রাত ১৪৪৯ হিজরী বা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৮ সাল হয়।

৬. রমজান মাসে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হবে

মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আল হানাফিয়্যাহ বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী থেকে দুটি বিষয় না ঘটবে, ততদিন পর্যন্ত মাহদী আগমন হবে না। প্রথমটি হল, রমজানের প্রথম রাতে চন্দ্র গ্রহণ ও মধ্য রমজানে সূর্য গ্রহন না ঘটে।

-(ইমাম আল আলী বিন উমর আল দারাকতুনী),
(আল কাউলুল মুখতাসার ফি আলামাতিল মাহদী আল মুন্তাজার,
লেখকঃ- ইবনে হাজার আল হাইতামী, পৃষ্ঠা-৪৭)

১ রমজান রবিবার ১৪৪৮ হিজরী বা, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ সালে সূর্য গ্রহন ঘটবে। এবং ১৪ রমজান শনিবার ১৪৪৮ হিজরী বা, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ চন্দ্র গ্রহণ ঘটবে। (সূত্রঃ Wikipedia)

বিঃদ্রঃ ২০২৬ সালেও রমজান মাসে দুই বার চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহন হবে।

৭. বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) এর উক্তিঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ১৪০০ হিজরীর পর ২ দশক বা, ৩ দশক পর ইমাম মাহদীর আগমন হবে।

[আসমাউল মাসালিক লিইয়াম মাহদিয়্যাহ মাসালিক লি কুল্লিদ দুনিইয়া বি আমরিল্লাহীল মালিকঃ লেখক- কালদা বিন জায়েদ, পৃষ্ঠা- ২১৬]

সুতরাং ১৪০০+২০+৩০ =১৪৫০ হিজরী বা, ২০২৮ সাল।

৮. শাহ নিয়ামত উল্লাহ (রহঃ) এর কাসিদাহঃ

শাহ নিয়ামত উল্লাহ (রহঃ) এর কাসিদাহ মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভবিষ্যৎবাণী করা একটি কবিতা। কাসিদাহ লেখা হয়েছে ১১৫৮ সালে। কাসিদাহ এর (প্যারা-৫৭) বলা হয়েছে,

‘কানা জাহুকার’ প্রকাশ ঘটার সালেই প্রতিশ্রুত (ইমাম মাহাদি) দুনিয়ার বুকে হবেন আবির্ভূত।

উল্লেখ যে, 'কানা জাহুকা' শব্দটি পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা বানী ঈসরাইলের ৮১ নং আয়াতে রয়েছে। এবং

আমরা জানি যে, উপমহাদেশ ভারত ও পাকিস্তান নামে ভাগ হয়েছিল, ১৯৪৭ সালে।

সুতরাং ১৯৪৭ +৮১ =২০২৮ সাল।

আগামি কথন

ইমাম মাহদীর প্রকাশের জন্য রমজানের ১ম ও ১৫ তারিখ শুক্রবার হতে হবে।
২০২০ সালের রমজান মাসে তা মিলে যায়, অন্য কোন সালে নয়।
এরপর, ২০২১ থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত আর কোন রমজানেই তা মিলবে না
এবং এরপর ২০২৮ সালের রমজানের ১ম ও ১৫ তারিখ শুক্রবার হয়।

তাহলে বোঝা গেলো, এখন ২০২০ সালে যদি মাহদী না প্রকাশ হয়, তাহলে ২০২৮ এর আগে আর হবেনা।

এখন কথা হলো, উপরোক্ত যত আলামত তা ২০২৮ সালের পক্ষে।
এবং মাহদির পুর্বে যা কিছু ঘটনা ঘটবে যেমনঃ

- ☐ ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় প্রকাশ হবে।
- ☐ পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি মানুষ মারা যাবে।
- ☐ শ্বেত মৃত্যু হবে।
- ☐ লোহিত মৃত্যু হবে।
- ☐ এক বছরের খাদ্য সংগৃহীত করতে হবে।
- ☐ ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরানের আত্মপ্রকাশ পাবে।
- ☐ গাজওয়াতুল হিন্দ হতে হবে।
- ☐ আবু সুফিয়ানের প্রকাশ হবে।

এখন বলুন তো,
২০২০ সালের রমজানের পুর্বে এই সকল ঘটনা কেমন করে ঘটবে? অসম্ভব।
তাই ২০২৮ সালে হবার সম্ভবনা ১০০%...(আল্লাহু আলাম)

বন্ধুরা এরকম আরো বহু সুত্রের যোগ ফল দেখলাম ২০২৮ সাল।
যা লেখক "আস-শাহরান" এর আগামী কথন' কে সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য করে, ইনশাআল্লাহ। (বাকিটা আল্লাহই ভালো জানেন)

লিখেছেন
- সত্যের সৈনিক

আগামি কথন

প্যারা ৫২

শত অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে,
ইমাম মাহদির হবে আগমন।
দুঃখ-দুর্দশা হবে দুর, শান্তিতে
ভরে যাবে এ ভুবন।

ব্যাখ্যাঃ

লেখক (আস-শাহরান) বলেছেন যে, শত অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে, ২০২৮ সালে ইমাম মাহদির আগমন হবে। আর আমরা তো সবাই অবগত আছিই যে, তার আগমন মানেই সকল দুঃখ-দুর্দশা দুর হয়ে যাবে। পৃথীবি সুখ, শান্তি ও ন্যায় ইনসাফে ভরে যাবে। ঠিক যেমনটি পূর্বে অন্যায় দ্বারা ভরা ছিলো।

প্যারা ৫৩

শুনে রাখো তোমরা বিশ্ববাসী,
মাহদির দেখা পেলে---
তার পাশেই রবে রবের রহমত,
শুয়াইব ইবনে ছালেহ।

ব্যাখ্যাঃ

যখনি বিশ্ববাসী ইমাম মাহদিকে পেয়ে যাবে, তখন তারা ইমাম মাহদির পাশে তার সহচর বা বন্ধু "শুয়াইব ইবনে ছালেহ" কেও পাবে। উল্লেখ্য যে, লেখক আস শাহরান তাকে 'রবের রহমত' বলে অ্যাক্ষায়িত করেছেন। অতএব বুঝতেই পারছি তার মর্যাদা রয়েছে, তিনিও আল্লাহর মনোনিত বান্দা।
(যেমনঃ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ), ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ (দাঃবাঃ) ও শীন সাহেবে কিরান (দাঃবাঃ) এদের অনুরূপ)

প্যারা ৫৪

কালো পতাকাধারী "মাহমুদ"সেনারা,
মাহদী'র হাতে নিবে শপথ।
আরবে করিবে ঘোড়তর রন,
অতঃপর আনিবে আলোর পথ।

ব্যাখ্যাঃ

এখানে লেখক আস শাহরান বলছেন যে,

যে সৈনিকরা খোড়াসান থেকে প্রকাশ পাবে এবং আরবে ইমাম মাহদির সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে এবং ঘোড়তর যুদ্ধ করব,
আগামী কথনে প্রকাশ করা
হয়েছে ঐ সৈনিকগণই হবে "ইমাম আল-মাহমুদ" হাবিবুল্লাহ -এর সৈনিক।

তারা ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বেই আরবে প্রবেশ করবে। প্রবেশ করেই ইমাম মাহমুদ ও তার সৈন্যগন সবাই ইমাম মাহদী'র আনুগত্যের শপথ করবে।

তারপর আরবে যুদ্ধ করবে এবং ঐ যুদ্ধে সফলতা পাবে। এবং ইমাম মাহদির পরিচয়টা সেখানে প্রকাশিত হবে।

প্যারা ৫৫

মধ্য রমজানের ভোরের আকাশে,
জিব্রাইল দেবেন ভাষণ।
প্রকাশ পাবেন, ক্ষমতায় যাবেন,
"মাহদী " করবেন বিশ্ব শাষন।

ব্যাখ্যাঃ

[৫৫] যে বছর "ইমাম মাহদী'র আত্মপ্রকাশ হবে, ঐ বছর ১৫ ই ররমজান, শুক্রবার (বৃহস্প্রতি বার দিবাগত রাতে) ভোর রাতে আকাশ থেকে বিকট কন্ঠে আওয়াজ আসবে। আর তা হবে জিব্রাইলেরর কন্ঠ। [যদিও তার পরপরই আরও একটি আওয়াজ শয়তান দিবে]
('ইমাম মাহদী আগমনের আলামত' শিরোনাম দেখুন)

অতঃপর, ইমাম মাহদী ঐ বছরই প্রকাশ পাবেন, তার পরের বছরই ক্ষমতায় যাবেন।

প্যারা ৫৬

মাকামে ইব্রাহিম ও কাবা গৃহ
এদুয়ের মধ্যখানে,
মাহদির সত্যায়ন দিবেন জিব্রাইল,
প্রকাশ্য মজলিসে দিবালকে।

ব্যাখ্যাঃ

[৫৬] যখন ইমাম মাহদীর প্রকাশ ঘটবে কাবাগৃহ ও মাকামে ইব্রাহিমের মাঝখানে, তখন জিব্রাইল (আঃ) প্রকাশ্যে ইমাম মাহদির পাশে দাড়িয়ে তার সত্যতার কথা ভাষন দিবেন ।

প্যারা ৫৭

সেই মজলিসে ইমাম মাহমুদকে
খোদা সম্মান দান করিবেন।
রহস্য উদ্ঘাটনের সেই দৃশ্য,
সবাই স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন।

ব্যাখ্যাঃ

[৫৭] এখানে লেখক আস-শাহরান ভবিষ্যদ্বাণী তে বলেছেন,

যে মজলিসে জিব্রাইল (আঃ) ফিরিস্তা প্রকাশ্যে মাহদির পাশে থাকবেন
ঐ মজলিসে ইমাম মাহদির পাশে ইমাম মাহমুদ কেও কোন একটা সম্মানী দান করবেন।

আর তাকে সেটাকে লেখক এখানে 'রহস্য' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
সেই রহস্যের যখন প্রকাশ্যে চলে আসবে তখন তা সবাই সচক্ষে দেখতে পাবে।

প্যারা ৫৮

আক্রমণ করিতে আসিবে মাহদিকে,
অসংখ্য সেনাসহ সুফিয়ান।
'বায়দাহ' নামক প্রান্তরে এসে,
ধ্বসে যাবে সাত হাজার তিনশ প্রাণ।

ব্যাখ্যাঃ

[৫৮] হাদিস শরিফে বর্নিত আছে, ইমাম মাহদীকে হত্যা করার তাগিদে শাম দেশ (সিরিয়া) থেকে একদল সৈন্য প্রেরিত হবে। তারা যখন মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী বায়দাহ নামক স্থানে আসবে তখন ভুমি ধ্বসের ফলে সবাই প্রাণ হারাবে। [১]
উল্লেখ্য যে, আস-শাহরান "আগামী কথনে" বলেছেন, ঐ সেনা দলটি দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে চলবে। আর ভুমি ধ্বসের ফলে ৭ হাজার ৩০০ মানুষ প্রাণ হারাবে।

প্যারা ৫৯

যদিও সে স্থানে ভুমি ধ্বসের ফলে,
হারাইবে সকলেই প্রাণ।
খোদার কুদরত; বেচে রবে শুধু
দ্বিতীয় আবু সুফিয়ান।

ব্যাখ্যাঃ

[৫৯] লেখক বলেছেন যে, ভুমি ধ্বসের কারনে ঐ স্থানের সবাই প্রান হারালেও আল্লাহর কুদরতে শুধু মাত্র আবু সুফিয়ানিই বেচে রবে।

১। সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩১৩২, ৩১৩৩ ও ৩১৩৪

প্যারা ৬০

প্রান ভিক্ষা পেয়ে আবু সুফিয়ান,
মাহদির প্রচারনা চালাবে,
অবশেষে সে ইমান হারা হয়ে,
মৃত্যু বরন করিবে।

ব্যাখ্যাঃ

[৬০] যখন ভুমি ধ্বসের পর সুফীয়ান কেবল নিজেকেই জীবিত দেখতে পাবে, তখন ভয় ভিতিতে দৌড়াতে থাকবে আর বলতে থাকবে ইমাম মাহদি এসে গেছে, ইমাম মাহদি এসে গেছে। তবে সে ইমান আনবে না, যার ফলে পরবর্তিতে ইমানহারা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে।

প্যারা ৬১

সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্র প্রধানরা,
মাহদীর হাতে নেবে শপথ।
বাদশাহী পাবে ইমাম মুহাম্মাদ,
পৃথিবীকে দেখাবেন সুপথ।

ব্যাখ্যাঃ

[৬১] সারা বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা ইমাম মাহদীর হাতে শপথ গ্রহন করবে এবং মাহদিকে বিশ্ব বাদশাহ হিসেবে গ্রহন করে নিবে। তখন ইমাম মাহদী পৃথিবীর মানুষকে সুপথে পরিচালনা করবেন।

প্যারা ৬২

ফলমুল, শস্যদানা ও উদ্ভিদমালার,
বহুগুনে হবে উৎপাদন।
আল্লাহর খাছ রহমত পেয়ে,
শান্তিতে রবে জনগন।

ব্যাখ্যাঃ

[৬২] লেখক বলেছেন, ইমাম মাহদির সময় কালে প্রচুর ফলমুল শস্যদানার উৎপাদন হবে, কেউ কষ্টে রবেনা। মুহাম্মাদ (সা.)-এর শরিয়ত অনুযায়ী পৃথিবী চলবে। কোন অভাব থাকবেনা (আলহামদুলিল্লাহ)

প্যারা ৬৩

রবের চারটি দূত তখন,
থাকিবে দুনিয়ার উপর ।
"মীম"ও "মীম" দুইটি আমির,
"শীন"ও "শীন" তাদের সহচর ।

ব্যাখ্যাঃ

[৬৩] আস-শাহরান প্রকাশ করেছেন তখন চারজন রবের প্রেরিত বান্দা থাকবে একসাথে। তাদের ৪ জনের মধ্যে ২ জন আমির আর ২ জন তাদের ২ জনের সহচর। আমির ২ জনের নাম "মীম" হরফে এবং সহচর ২ জনের নাম "শীন" হরফে। যথাঃ

(১) "মীম"= মুহাম্মাদ (মাহদী) আমির।
(২) "শীন""= শুয়াইব (সহচর)
(৩) "মীম""= ইমাম মাহমুদ (আমীর)
(৪) "শীন""= সাহেবে কিরান (সহচর)

প্যারা ৬৪

বাদশাহী পেয়ে বিশ্বনেতা
সাত থেকে নয় বছরের পর,
ভারপ্রাপ্ত করিবে খেলাফত,
মাহদী, মাহমুদ এর উপর।

ব্যাখ্যাঃ

[৬৪] ইমাম মাহদী তার বিশ্ব শাষন ভার সাত থেকে নয় বছরের মধ্যেই হঠাৎ ত্যাগ করবেন। আর তখন বিশ্ব শাষন ভার ভারপ্রাপ্ত হবে ইমাম মাহমুদের উপর। বোঝা যায়, ইমাম মাহমুদের সম্মান তাহলে অনেক।
ইমাম মাহদির পরেই তার সম্মান।

উল্লেখ্য যে, কুরাইশ বংশ থেকে যে ১২ জন ইমাম/আমিরের আগমনের কথা হাদিছে বলা আছে, তার ই শেষ/১২ নং ইমাম হলেন ইমাম মাহদী।
আর তার নিচের পর্যায়ের ১১ নং ইমাম ই হলেন ইমাম মাহমুদ।
(আগামী কথন থেকে প্রমান মেলে)

প্যারা ৬৫

দু’সনের মধ্যেই ইমাম মাহমুদ,
বিশ্ব শাষন ভার--
হস্তান্তর করিবেন খেলাফত,
"মুনসুরের উপর।

ব্যাখ্যাঃ

[৬৫] ইমাম মাহদির পর যখন ইমাম মাহমুদ বিশ্ব শাষন করবেন। তার খেলাফতের ২ বছরের মধ্যেই বিশ্বশাষণ ভার ত্যাগ করবেন। আর ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন 'মুনসুর' নামক একজন ব্যক্তির উপর। কারণ সে ব্যক্তিটি আল্লাহর মনোনিতই হবে। কেননা,এই মুনসুরের নামটি কিছু হাদিসেও প্রকাশিত আছে।

প্যারা ৬৬

কাহতান বংশীয়, লাঠি হাতে,
বড় কপাল বিশিষ্ঠ।
বিশ্ব শাষন করিবেন মুনসুর,
থাকিবে শত্রুর উপর ক্ষিপ্ত।

[৬৬] সেই মুনসুর কাহতান গোত্র থেকে জন্ম নিবে।
(উল্লেখ্য যে, কাহতান গোত্রটি কুরাইশ বংসেরই একটি গোত্র)

তার হাতে একটি লাঠি থাকবে, তার কপাল বড় হবে। হাদিসে পাওয়া যায় যে, তার গায়ের রং শ্যামবর্নের হবে, আর কান ছিদ্র হবে। সে ইমাম মাহদির সময় তার পাশে থেকে তাকে খেলাফত কালে সহযোগিতাও করবে।
সে ইমাম মাহদি ও ইমাম মাহমুদের প্রিয় পাত্র হবে।

প্যারা ৬৭

আটত্রিশ থেকে আটান্ন সাল,
মুনসুরের শাষন কাল।
শত্রুর উপর বিজয়ী থেকে,
রবের দ্বীন রাখবে অটল।

ব্যাখ্যাঃ

[৬৭] লেখক আস-শাহরান বলেছেন যে, মুনসুর ২০৩৮-২০৫৮ সাল এই ২০ বছর বিশ্ব শাষন করবেন। শত্রুর উপর বিজয়ী থেকে শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত রাখবে।

প্যারাঃ ৬৮

শাষক মুনসুরের খেলাফত
শেষের অষ্টবর্ষ পূর্বে,
মিথ্যা ঈসা'র হবে দাবিদার,
একজন পারস্য সম্রাজ্যে।

ব্যাখ্যাঃ

[৬৮] মুনসুর শাসকের খেলাফত শেষ হবার ৮ বছর আগে যেহুতু ২০৫৮ সালে শাষন শেষ হবে সুতরাং, ২০50 সালে পারশ্য সম্রাজ্য থেকে একজন ব্যাক্তি নিজেকে হযরত ঈসা (আঃ) বলে দাবি জানাবে। অথচ সে একজন, মহামিথ্যুক, ভন্ড হবে।।
এ দ্বারা এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রকৃত হযরত ঈসা (আঃ) তখনও আগমন করেননি।
সুতরাং, বর্তমান বিশ্ব যে কথাটার উপর আস্থা রাখছে যে, ইমাম মাহদির সময় কালেই দাজ্জাল ও ঈসা(আঃ) আগমন করবেন সেই কথাটা 'আগামী কথন' সমর্থন করেনা।
(বিঃ দ্রঃ কোন হাদিসও এ কথা বলেনা যে, ইমাম মাহদির সময়কালেই দাজ্জাল ও ঈসা (আঃ) আসবেন)

প্যারা ৬৯

বাতিল ধ্বংসে রবের দূত,
“জামিল” নামটি তার।
ভন্ড ঈসা কে ধ্বংশ করার,
রব দিবেন দ্বায়িত্ব ভার।

ব্যাখ্যাঃ

[৬৯] যখন ২০৫০ সালে পারশ্য সম্রাজ্য থেকে একজন ভন্ড, মিথ্যাবাদি নিজেকে ঈসা (আঃ) বলে দাবি করবে, তখন ঐ ভন্ড ঈসাকে ধ্বংস করার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন শুভ শক্তির আগমন ঘটবে। তার নামটি লেখক আস-শাহরান ‘আগামি কথন’ এ প্রকাশ করেছেন আর তার নামটি হবে “জামিল” (সৌন্দর্যের অধিকারী)। ভন্ড ঈসা কে ধ্বংস করার জন্য রব নিজেই তাকে দ্বায়িত্ব দিবেন। অর্থাৎ, তিনি ইলমে লাদুনির অধিকারী হবেন।

প্যারা ৭০

শত্রু নিধন করবে 'জামিল'
হাতে রেখে 'যুলফিকর'!
রক্ত নেশায় উঠবে মেতে,
সাথে রবে “সালমান”- সহচর।

ব্যাখ্যাঃ

[৭০] লেখক (আস-শাহরান) বলেছেন যে, এই বীর যোদ্ধা 'জামিল'-- যখন শত্রু নিধন করতে ময়দানে নামবে তখন তার হাতে 'যুলফিকর' তরবারি থাকবে (যেটা মুহাম্মাদ (সাঃ) ব্যবহার করতেন)। সে শত্রুদের রক্তের নেশায় মেতে উঠবে এবং তার পাশে থাকবে তার সহচর বা প্রিয় বন্ধু হিসেবে থাকবেন "সালমান"।
যেহুতু সালমানের নাম তার জন্মের পুর্বেই প্রকাশিত হলো, সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে সেও আল্লাহর মনোনিত বান্দা হবে।

প্যারা ৭১

ভন্ড ঈসা কে ধ্বংশ করিবে
জামিল চোয়ান্ন সালে।
বীর জামিলকে জানাইবে সাগতম,
মুনসুর শাষকের দলে।

ব্যাখ্যাঃ

[৭১] দেখুন আস-শাহরান রবের সাহায্যে কতটা নিখুত ভবিষ্যদ্বাণী দান করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পারস্য সম্রাজ্য থেকে ২০50 সালে যে ভন্ড নিজেকে ঈসা (আঃ) বলে দাবি জানাবে, তাকে ২০54 সালে জামিল যুদ্ধের ময়দানে কতল করবে। তখন সে সময়ের বাদশা 'মুনসুর' জামিলের বীরত্ব, সাহসিকতা ও জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে জামিলকে তার দলে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাবে।

প্যারা ৭২

মুনসুর তখন বানাবে 'জামিল'-কে
তাহার প্রধান সেনাপতি।
রবের রহমতে সে বীর যোদ্ধা,
বিশ্বে পাইবেন স্বীকৃতি।

ব্যাখ্যাঃ

[৭২] জামিল যখন ভন্ড ঈসা ও তার অনুসারীদেরকে হত্যা করবে তখন তাকে বাদশা মুনসুর বিশ্বের প্রধান সেনাপতি বানাইবেন। বিশ্বের বুকে জামিল 'বীরযোদ্ধা' খেতাব পাবেন।
কারণ, এই জামিল হবেন আল্লাহর বিশেষ মনোনিত বান্দা।

প্যারা ৭৩

তাহার পরেই ধরণি বাসী,
আগাইবে পঞ্চান্ন সালে,
জমিনের বুকে আসিবে "জাহজাহ",
ছিলো সে চোখের আড়ালে।

ব্যাখ্যাঃ

[৭৩] লেখক বলেছেন, তারপর যখন ২০৫৫ সাল আসবে তখন "জাহজাহ" নামক এক ব্যাক্তির আবির্ভাব ঘটবে। সে নাকি মানুষের চোখের আড়ালে ছিলো।
উল্লেখ্য যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেন, কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত হবে না যতদিন না "জাহজাহ" নামক এক আযাদকৃত কৃতদাস "বাদশাহী"না পাবে।[১]
অতএব, বোঝা গেলো, এই সেই হাদিছে বর্নিত "জাহজাহ"।

প্যারা ৭৪

পূর্বে কৃতদাস ছিলেন জাহজাহ,
আযাদ দিলেন রব।
ধরণির মাঝে বন্ধ করবেন,
কোলাহলের উৎসব।

ব্যাখ্যাঃ

[৭৪] এখানে লেখক বলেছেন, এই "জাহজাহ" পূর্বে কৃতদাস ছিলেন। তারপর আল্লাহ নিজেই তাকে আযাদ করেছেন। আর 'জাহজাহ' যখন আসবে, তখন পৃথিবীতে কোন একটা বড় কোলাহল (ইকতেলাব/মতানৈক্য) থাকবে। যার অবসান ঘটাবেন এই "জাহজাহ"। যেহেতু, হাদিস শরিফে জাহজাহ'র বাদশাহী পাবার পূর্ব ঘোষনা রয়েছে। সুতরাং, বোঝাই যাচ্ছে তিনিও আল্লাহর মনোনিত বান্দা হবেন।

১। তিরমিযি, হাদিস নং-২২২৮

প্যারা ৭৫

ছাপ্পান্নতে যাবেন জাহজাহ
শাষন ক্ষমতায়।
দামেস্ক মসজিদে পাইবেন ইমামত,
সৎ চরিত্র ও সততায়।

ব্যাখ্যাঃ

[৭৫] জাহজাহ ২০৫৬ সালে শাষণ্ড ক্ষমতায় যাবেন। তার সৎ চরিত্র ও সততার গুণে মানুষের মনে জায়গা করে নিবেন। সে দামেস্ক এর কোন এক মসজিদে ইমামতি করবেন এবং রাজ্যপাট দেখাশোনা করবেন।

বিঃদ্রঃ যেহুতু বাদশাহ মুনসুর ২০৫৮ সাল পর্যন্ত শাষন চালাবে। সেহুতু ২০৫৬ সালে জাহজাহ বিশ্ব বাদশাহি পাবেনা। সে উক্ত ২ বছর দামেস্ক মসজিদ এবং উক্ত মহাদেশ শাষন করবেন।
(আগামি কথনের ভাষ্যে)

প্যারা ৭৬

ষাটের শেষে দাজ্জাল এসে,
দিবে বিশ্বে হানা,
আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলে গিয়েছেন
তার থাকবে এক চোখ কানা।

ব্যাখ্যাঃ

[৭৬] সেই ভয়ংকর ফিতনা "দাজ্জাল' আস-শাহরান এর ভবিষদ্বাণী ২০৬০ সালের শেষের দিকে, দাজ্জালের আগমন ঘটবে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, দাজ্জালের এক চোখ কানা হবে, কপালে "কাফির" লেখা থাকবে।

প্যারা ৭৭

মহা মিথ্যুক দাজ্জাল তখন,
করিবে রবের দাবি।
যে জন করিবে অস্বীকার তাকে,
সেই হইবে কামিয়াবি।

ব্যাখ্যাঃ

[৭৭] 'দাজ্জাল' প্রকাশ পেয়ে নিজেকে রব/সৃষ্টিকর্তা বলে দাবি করবে, তখন যারা দাজ্জালকে অস্বীকার করবে, তারাই সফলকাম হবে এবং যারা তাকে মেনে নিবে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

প্যারা ৭৮

দাজ্জাল সেনাদের তান্ডব-লিলায়,
ঘটিবে বিশ্বে বিপর্যয়।
জাহজাহ চাইবেন সবার জন্য
রবের রহতমের আশ্রয়।

ব্যাখ্যাঃ

[৭৮] যখন দাজ্জাল ও তার অনুসারী সৈন্যরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে তখন বাদশা জাহজাহ আল্লাহর রহমতের আশ্রয় চাইবেন।

প্যারা ৭৯

সাদা গম্বুজের দামেস্ক মসজিদে
জাহজাহ করিবেন ইমামত,
বাষট্টি সালে গম্বুজের উপর
রব পাঠাইবেন রহমত।

ব্যাখ্যাঃ

[৭৯] এখানে লেখক বলেছেন যে, জাহজাহ যে মসজিদে ইমামতি করবেন সেটার রং হবে সাদা গম্বুজ বিশিষ্ট। আর ২০৬২ সালে রব ঐ দামেস্কের মসজিদের সাদা মিনারে রহমত সরূপ কিছু পাঠাইবেন।

প্যারা ৮০

আসরের সময় দেখবে সবাই,
হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমন।
সাদা পোষাকে নামিবেন তিনি
দু'পাশে ফিরিস্তা দুজন।

ব্যাখ্যাঃ

[৮০] আল্লাহু আকবার, লেখক জানিয়েছন, ২০৬২ সালে দামেস্কের সাদা মসজিদে আসরের ছলাতের সময় গম্বুজের উপর সাদা পোষাক পরিহিত অবস্থায় দুই ফিরিস্তার কাধে ভর করে হযরত ঈছা (আ) আসমান থেকে নামবেন। ঐ মসজিদেরই ইমাম হলেন "জাহজাহ"! তিনি ঐ সময় ইমামতির জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকবেন।

প্যারা ৮১

**ইমাম জাহজাহ যানাইবেন তাকে,
সালাতে ইমামতির আহ্বান।
হযরত ঈসা (আঃ) বলবেন তাকে,
এ তো আপনারই সম্মান।**

ব্যাখ্যাঃ

একটি চিরাচরিত হাদিছ,

যখন গম্বুজের উপর ঈসা (আঃ) নামবেন তখন মুসলমানদের আমির ঈসা (আঃ)- কে বলবেন,"আসুন সালাতের ইমামতি করুন" তখন ঈসা (আঃ) বলবেন, "না বরং আপনাদের আমির তো আপনাদের মধ্যেই"।

সারা বিশ্বের মুসলমানেরা ধরে নিয়েছে যে, সেই ইমাম হবেন ইমাম মাহদী তার পিছনেই ঈসা (আঃ) সালাত আদায় করবেন।

কিন্তু কোথাও ইমাম মাহদির নাম বলা হয়নি। বরং বলা আছে, "মুসলমানদে আমির"।
তাই হতেই পারে যে,সেই আমির হলেন, ইমাম জাহজাহ্ , অস্বীকার করা যায় না। (আল্লাহই ভালো জানেন)

প্যারা ৮২

যুলফিকর হাতে "লুদ্দ" এর ফটকে,
ঈসা (আঃ) তখন,
হত্যা করিবেন- কানা দাজ্জালকে
করিয়া আক্রমন।

ব্যাখ্যাঃ

[৮২] আসমান থেকে নামার পর ঈসা (আঃ) ২০৬২ সালে (আল্লাহু আলম) "লুদ্দ" নামক শহরের ১ম ফটক বা গেইটের সামনে হযরত ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে *যুলফিকর তরবারি দ্বারা কতল করবেন।

*যুলফিকর তরবারি হলো মুহাম্মাদ (সাঃ) এর তরবারি। যেটি 'জামিল' হাতে পাবে ভন্ড ঈসা-কে হত্যা করার জন্য। অতপর, হযরত ঈসা (আঃ)- এর কাছে পৌঁছে দিবে 'দাজ্জাল' কে হত্যা করার জন্য।

প্যারা ৮৩

ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন জাহজাহ,
ঈসা (আঃ) করিবেন শাষণ।
রবের রহমতে দ্বিতীয় আগমনে,
তিনি পাইবেন উচ্চ আসন।

ব্যাখ্যাঃ

[৮৩] ইসা (আঃ) এর আগমনের পর ইমাম জাহজাহ বিশ্ব শাষন ভার তার হাতে তুলে দিবেন। তখন ঈসা (আঃ) ইসলামী শরিয়াত অনুযায়ী বিশ্ব শাষন করতে থাকবে।

প্যারা ৮৪

সুশৃঙ্খল ময় শান্তি বিশ্বে
করিবে বিরাজ মান,
ছিয়াষট্টি তে "দাব্বাতুল আরদ" এর
হইবে উত্থান।

ব্যাখ্যাঃ

[৮৪] দাজ্জাল কে হত্যা করার পর ঈসা (আ.) পৃথিবীতে সুখ-শান্তি দ্বারা শাষণ করতে থাকবে। এমন সময় ২০৬৬ সালে "দাব্বাতুল আরদ্" নামক এক ধরনের প্রাণী জমিনের নিচ থেকে বের হয়ে আসবে।
কুরআনের সুরা নামলের ৮২ নং আয়াতে এই প্রানির কথা বলা আছে।
আর হাদিসে বলা আছে এই প্রাণীর আগমন হলো কিয়ামত নিকটবর্তী হবার বিরাট একটি আলামত।[১]

প্যারা ৮৫

পাখনা বিহীন, অসংখ্য প্রাণী,
বিড়ালের অবয়ব।
বাকশক্তিহিন দাত-বিশিষ্ট, তাদের -
গজবে নিঃশেষ করিবেন রব।

ব্যাখ্যাঃ

এখানে বলা হয়েছে, এই দাব্বাতুল আরদ্ এর কোন পাখনা থাকবে না।
তারা সংখ্যায় অগনিত হবে।
দেখতে প্রায়ই বিড়ালের আকৃতির হবে। তাদের দাঁতের কথা বিশেষ উল্লেখ থাকায় বোঝা যাচ্ছে, দাঁতই তাদের মূল হাতিয়ার হবে।

১। সহিহ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরিমিযি, ইবনে মাজাহ

আর বিশেষ উল্লেখ্য যে, তারা কথা বলবে না।

যেহেতু কুরআনে বলা আছে যে,

“দাব্বাতুল আরদ্ কথা বলবে, এ কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনগুলো অস্বীকার করেছে।” (সূরা নামল : ৮২)

তার প্রেক্ষিতে লেখল তার মুল কিতাবে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে,

(১) হযরত মিকাইয়া (আ) এর যামানায় একজন নষ্টানারী অন্যের দ্বারা গর্ভপাত হয়ে একটি বাচ্চাপ্রসব করে বলে যে, এ বাচ্চাটি মিকাইয়ার বাচ্চা। তখন সবাই জড়ো হয়ে সত্য জানতে চাইলে, হযরত মিকাইয়া (আ) বাচ্চাটির পেটে হাত দিয়ে বলে যে, হে বৎস্য তোমার পিতার নাম কি? তখন নাবালক টি সঠিক উত্তর দেয়, যে মিকাইয়া নয়, আমার বাবা "অমুক"।

(২) এবং ইউসুফ (আ) এর সময়ও ইউসুফকে নির্দোষ প্রমান করতে একটি নাবালোক বাচ্চা কথা বলে সাক্ষী দেয়।

এ দ্বারা এ কথা বলা যাবে না যে, বাচ্চা দুটি সবসময়ই কথা বলেছে বা তারা কথা বলতো। বরং, একথা বলা যায় যে বাচ্চা দুটি একবার করে কথা বলেছে। কারণ তা ছিলো নবীদের নির্দোষ প্রমান করা এবং তা ছিলো হযরত মিকাইয়া (আ) ও হযরত ইউসুফ (আ) এর মুজিজা, যেন সবাই নিদর্শন পেয়ে যায় কেউ অস্বীকার না করে।

ঠিক তেমনি, এই দাব্বাতুল আরদ্ও ঐ শিশুদের ন্যায় একবার কথা বলবে। যাতে করে যারা আল্লাহর নিদর্শন মানতো না তারা সঠিক জবাব পেয়ে যায়। হযরত ঈসা (আ) তাদের উত্থান সমন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে আল্লাহর হুকুমে তারা মানুষের সামনে একবার কথা বলবে। আর তা হবে হযরত ঈসা (আ) এর মুজিজা।

আয়াত দ্বারা একথা বোঝানো হয়নি যে, দাব্বাতুল আরদ্ সবসময়ই কথা বলবে। বরং, তারা একবার কথা বলবে।

কারণ কুরআনে বলা আছে,

“তারা কথা বলবে এ কারণেই যে, মানুষ আল্লাহর নিদর্শনসমূহ
অস্বীকার করেছে।”
(সূরা নামল : ৮২)

তাই তারা একবার কথা বলবে যেন অস্বীকারকারীগণ স্বীকার করে নেয়।

তিনি (আস-শাহরান) লিখেছেন এটাই ঐ আয়াতের সঠিক তাফসির।

তারা মানুষকে অত্যাচার করবে। অতপর কোন এক ব্যধিতে ঐ বছরই তাদের ধ্বংস হবে। (আল্লাহু আলম)

বিঃদ্রঃ উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি লেখক "আস-শাহরান" এর নিজের লেখা ব্যাখ্যাই প্রচার করা হয়েছে, এখানে ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

প্যারা ৮৬

বছর শেষেই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া
ইয়াজুজ-মাজুজ এর দল,
প্রকাশ পাইয়া আক্রমণ চালাবে,
তারা জনশক্তিতে সবল।

ব্যাখ্যাঃ

[৮৬] লেখক বলেছেন যে, ২০৬৬ সালে দাব্বাতুল আরদের উত্থান ও পতনের পরবর্তি বছরই ২০৬৭ সালে (আল্লাহই ভালো জানেন) যুলকার নাইনের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ইয়াজুজ-মাজুজ এর দল পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। তারা বের হয়ে এসে মানব সমাজে আক্রমন চালাবে। আর তারা জনশক্তিতে ব্যপক সবল হবে।

প্যারা ৮৭

হাতে থাকিবে তীর-ধনুক আর,
আকারে থাকিবে ভিন্ন।
পশ্চাৎ হইবে পশুর ন্যায়,
দেহ সবল ও জির্ন শির্ন।

ব্যাখ্যাঃ

[৮৭] লেখক বলেছেন, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রধান অস্রই হবে তীর-ধনুক। আর তারা আকারে বিভিন্ন ধরনের হবে। কেউ লম্বা, কেউ বেটে, কেউ মোটা বা কেউ চিকন ইত্যাদি। তাদের পিছন হবে পশুর মত, আর্থাৎ, পা হবে এমন যাতে করে লাফাতে পারে (যেমনঃ ক্যাংগারু)। আর হয়তো লেজও হতে পারে।
(আল্লাহই ভালো জানেন)

প্যারা ৮৮

মানব জাতীর অভিশাপ সরূপ,
আগমন হইবে তাদের।
হযরত ঈসা (আ) করিবেন দোয়া,
সাহায্য চাইবেন রবের।

ব্যাখ্যাঃ

[৮৮] এই ইয়াজুজ মাজুজ এর আগমন মানুষের জন্য অভিশাপ, গজব, শাস্তির কারণ হবে। তখন ঈসা (আ) আল্লাহর দরবারে সাহায্য চাইবেন।

প্যারা ৮৯

দুই-তৃতীয়াংশ মানব হত্যা করিবে,
প্রকাশ পাওয়ার পর।
আসমান থেকে আসবে গযব,
তাদের ঘাড়ের উপর।

ব্যাখ্যাঃ

[৮৯] ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর ভেঙ্গে বের হয়ে আসার পর, ঐ সময়ের পৃথিবীর ৩ ভাগের ২ ভাগ মানুষকে হত্যা করবে। তারপর, মহান আল্লাহ্ তাদের ঘাড়ের উপর কোন একটি অসুখ দিবেন, যা মহামারি আকার ধারন করবে।

প্যারা ৯০

প্রকাশ পাওয়ার সনেই হবে
ধ্বংস পঙ্গপাল।
সুখ ও শান্তি আসিবে ফিরিয়া
দুঃখ যাইবে অন্তরাল।

ব্যাখ্যাঃ

[৯০] এখানে লেখক,আস-শাহরান ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, যে বছর ইয়াজুজ-মাজুজের প্রকাশ হবে ঐ বছরের শেষের দিকে তারা গজবে শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, ২০৬৭ সালেই বের হয়ে ২০৬৭ সালেই মারা যাবে।

প্যারা ৯১

শাষণ আমল চলিবে ইসা (আ)-এর,
তেত্রিশটি বৎসর।
ওয়াফাত হবে, কবরস্থ হবে,
এই দুনিয়ার উপর।

ব্যাখ্যাঃ

[৯১] ঈসা (আ) দুনিয়ায় আগমন করে ৩৩ বছর জীবিত থাকবেন। তারপর তার ওয়াফাত (মৃত্যু) হবে। মুসলমানেরা তার জানাজা সালাত আদায় করবে এবং দুনিয়াতে তাকে কবরস্থ করবে।

প্যারা ৯২

এর পর চলবে দুই-তিন বর্ষ,
শান্তিময় বসুন্ধরা।
তারপর সবাই ধীরে ধীরে হবে,
আদর্শ ও ঈমান হারা।

ব্যাখ্যাঃ

[৯২] বলা হয়েছে, হযরত ঈসা (আ) এর মৃত্যুর পর ২-৩ বছর তার আদর্শ মতে পৃথিবীবাসী চলতে থাকবে। তারপর সবাই ধীরে ধীরে ইমান হাড়া হতে থাকবে। শয়তানকে অনুসরণ করতে থাকবে।

প্যারা ৯৩

অশ্লীলতা, পাপ-পঙ্কিলতায়,
ভরে যাবে ধরনি ফের।
কাবাগৃহের উপর আক্রমন করিবে,
সৈন্যরা জর্ডানের।

ব্যাখ্যাঃ

[৯৩] লেখক বলেছেন যে, ঈসা (আ) এর মৃত্যুর ১০ বছরের মধ্যেই মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়ে উঠবে। জঘন্যতম অন্যায় তাদের দ্বারা হতে দেখা যাবে। অতঃপর, যুগ যুগের পবিত্র কাবা গৃহের উপর বর্তমান জর্ডানের ঐ সময়ের নেতার নেতৃত্বে অসংখ্য সেনাবাহিনী আক্রমন করবে।

প্যারা ৯৪

কাবাগৃহ ভাঙ্গবে জর্ডানী হাবশী,
একুশশত দশে তা হবে নিশ্চিহ্ন।
প্রকাশ্য জ্বেনায় মাতিবে তারা,
রাখিবে পাপের পদচিহ্ন।

ব্যাখ্যাঃ

[৯৪] লেখক বলেছেন, যার নেতৃত্বে কাবাগৃহ ভাঙ্গা হবে, সে জর্ডানের একজন হাবশী বংশদ্ভোত ব্যাক্তি হবে। এই মর্মাহত ঘটনা ২১১০ সালে ঘটবে। (আল্লাহু আলম)

প্যারা ৯৫

কাবাগৃহ ভাঙ্গার দশ বর্ষ পর,
আসিবে শীতল হাওয়া।
মুমিনেরা প্রাণ হারাইবে তাতে,
এটাই রবের চাওয়া।

ব্যাখ্যাঃ

[৯৫] লেখক বলেছেন যে, কাবাঘর যখন জর্ডানের এক হাবশী ভেঙ্গে ফলবে (২১১০) তার ১০ বছর পর (২১২০) এক ধরনের শীতল হাওয়া আসবে। তার ফলে, যে সকল ইমানদার মুমিনগণ পৃথিবীতে টিকে ছিলো তাদের জান কবজ হয়ে যাবে। তারপর গোটা বিশ্বে তিল পরিমান ইমানও আর থাকবে না।
(হাদিসে উল্লেখ আছে, 'শীতল হাওয়া দ্বারা মুমিনদের রুহ কবজ' কিয়ামতের অতি নিকটবর্তী আলামত) [১]
তারপরে রবে শুধু ইমানহারা বেইমান, নিকৃষ্ট হতভাগা জাতী।

১। সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-৭২৭১

প্যারাব ৯৬

ইমান ছাড়া পৃথিবী বাসী,
হইবে পশুর অধম।
নিকৃষ্টতার চূড়ায় পৌছাবে,
করিবে সকল সীমালঙ্ঘন।

ব্যাখ্যাঃ

[৯৬] লেখক বলছেন যে, যখন কোন মুমিন ব্যাক্তি থাকবেনা তখন বাকি নরকিটরা এতটা অশ্লীলতায় ডুবে যাবে, এমন নিকৃষ্ট কাজ করবে, যা ইতপুর্বে কোন জাতিই করেনি। তারা সকল সীমা ছাড়িয়ে যাবে।

প্যারা ৯৭

বছর শেষেই পশ্চিম দিকে,
হইবে সূর্যোদয়।
তাওবাহর দরজা হইবে বন্ধ,
আসিবে কিয়ামতের মহালয়।

ব্যাখ্যাঃ

[৯৭] লেখক (আস-শাহরান) বলেছেন, ২১২০ সালে শীতল হাওয়া আসার ১ বছর শেষে বা ১ বছর শেষ হবার পর যে কোন সময়, যে কোন মুহুর্তে পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্য উদয় হবে। আর আমরা জানি, পশ্চিমে সুর্য উদয় যে দিন হবে তখন থেকেই তাওবাহর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আর ঐ দিনটিই হবে শেষ দিন, কিয়ামতের দিন।

প্যারা ৯৮

চলে আসিবে সেই মহা কিয়ামত,
বেশি দূরে নয় আর।
পৃথিবী বাসীকে এই কবিতায়,
করিলাম হুসিয়ার।

ব্যাখ্যাঃ

[৯৮] লেখক আস-শাহরান সতর্ককারী সরূপ সতর্ক করে বলেছেন যে, কিয়ামত বেশি দূরে নয়। খুব দ্রুতই চলে আসবে। অতএব, সময় থাকতেই সাবধান হও!

প্যারা ৯৯

গায়েবী মদদে পাইলাম কথন,
দুই-সহস্র-দশ-আট সালে।
অদ্ভুদ এই "আগামী কথন"'
ফলে যাবে কালে কালে।

ব্যাখ্যাঃ

[৯৯] লেখক আস-শাহরান বলেছেন এই কবিতার জ্ঞান তিনি গায়েবী মদদে লাভ করেছেন। ২০১৮ সালে তিনি এই আগামি কথন লাভ করেন। আর তিনি বলেছেন, অদ্ভুদ ভাবে সবাই দেখতে পাবে যে কালে কালে এই 'আগামি কথন' ঠিকই ফলে যাবে।

প্যারা ১০০

রহস্যময় এই পৃথীগাথা,
খোদায়ী মদদে পাওয়া রতন।
শেষ করিলাম, আমি এক্ষনে,
পৃথিবীর "আগামী কথন"।

ব্যাখ্যাঃ

[১০০] লেখক আস-শাহরান বলেছেন, আগামী কথন একটি রহস্যময় পৃথিগাথা। যা তিনি, খোদায়ী মদদে পেয়েছেন অর্থাৎ, আল্লাহ নিজেই তাকে দান করেছেন। আর এই "আগামী কথন" লেখকের কাছে অমুল্য রতন।
এই বলে তিনি তার আগামী কথনের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন।

[ইনশাআল্লাহ তা বাস্তবায়ন হবে]

(আল্লাহই ভালো জানেন)

- আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

আগামি কথন

কবিতাটি অন্যদের কাছে পৌছে দিন।


সমাপ্ত